অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯–২০২০

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

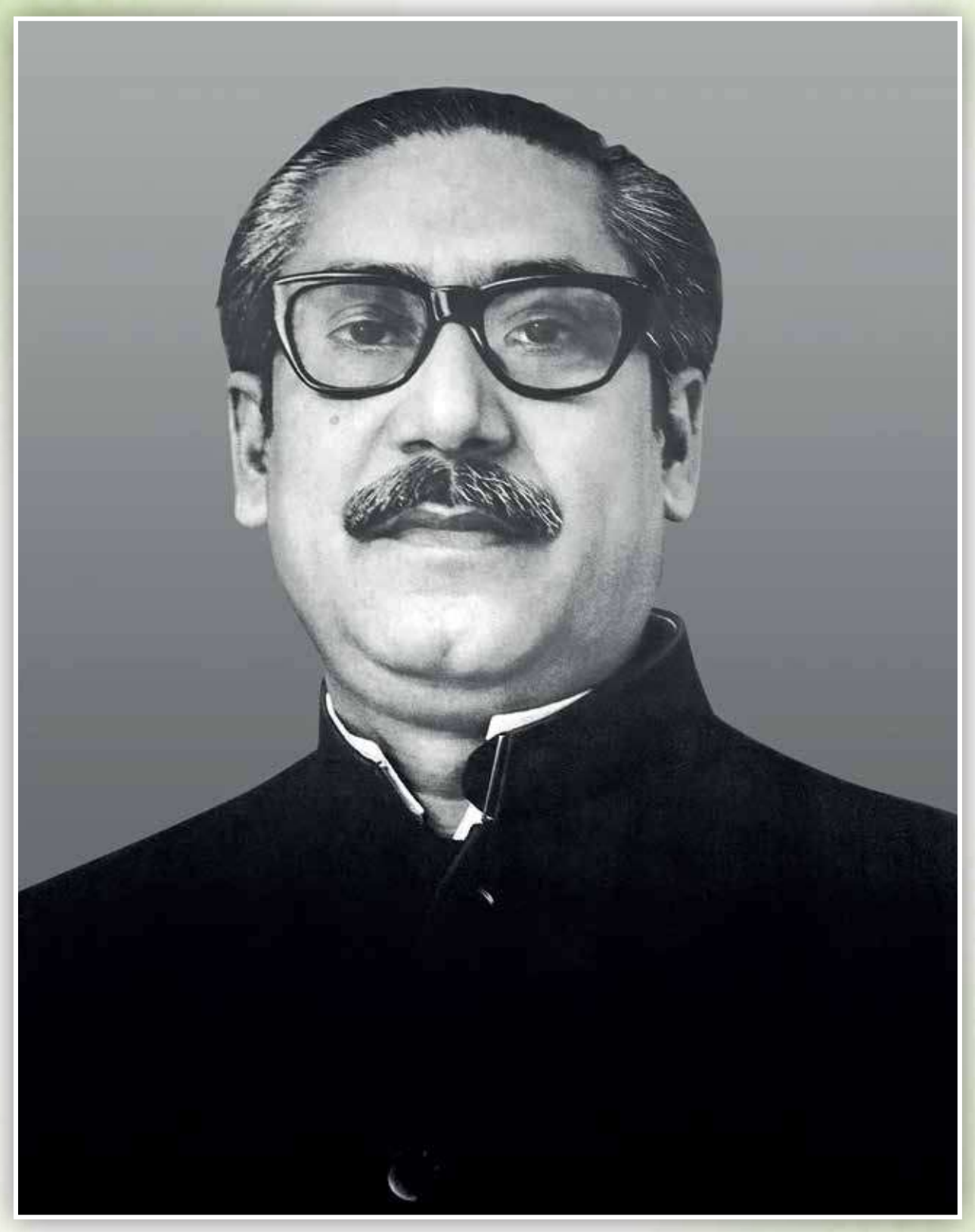

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিব জন্মশতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.mole.gov.bd

শ্রকম.বাংলা

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" তে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সাফল্যজনক কাজের প্রতিচ্ছবি জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণ, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, দক্ষ জনবল তৈরী এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সর্বশেষ ২০১৮ সালে শ্রম আইনের ৮৫টি ধারা উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন করা হয়েছে। শ্রমিকবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৫ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে শ্রম আইনের সাথে সংগতি রেখে উক্ত বিধিমালা সংশোধনে গঠিত কমিটি কাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়লেও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন সচল রাখা এবং শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিরাপদে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারীর শুরুতেই শ্রমজীবী মানুষকে সুরক্ষায় ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রণোদনা হিসেবে অর্থনৈতিক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সহযোগিতা করতে ১২.১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। করোনা মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু এবং আইএলও এর সহযোগিতার কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গাইডলাইন তৈরী করেছে। করোনার এই মহাদুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় দুইবারে তিন হাজার দুই'শোর বেশি শ্রমিককে প্রায় ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক-মালিকের ঐক্যের মধ্যদিয়ে, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জাতির পিতার সোনার বাংলা ও জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের স্মারকস্বরূপ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি)

কে এম আব্দুস সালাম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রতিবেদনটিতে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, এক অর্থ বছরে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম এবং অর্জন সন্নিবেশিত করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় এ মন্ত্রণালয় এর গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চলমান কোভিড -১৯ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ৩১ দফা দিক নির্দেশনায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা চালু রেখে দেশের উৎপাদনের চাকা গতিশীল রাখতে অনুপ্রাণিত করে। ফলশ্রুতিতে শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন এর চাকা অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য এ মন্ত্রণালয় এই অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল এ ২য় স্থান অধিকার করেছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। National Job Strategy (খসড়া) প্রণয়ন করে অংশীজন এর মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান। শ্রম আইন (সংশোধিত ২০১৮)বাস্তবায়নের জন্য শ্রম বিধিমালা সংশোধন এর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরনে নবগঠিত সিলেট, বরিশাল এবং রংপুর শ্রম আদালতের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন- রপ্তানি প্রবাহ অব্যাহত রাখতে তৈরি পোষাক খাতে সুষম পরিবেশ বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরন, সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে।শ্রম বান্ধব বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী মৃত, দূর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "স্বপ্নের সোনার বাংলা" গড়ে তোলার জন্য শ্রম বান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি রেখে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় সফল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(কে, এম, আব্দুস সালাম)

সাকিউন নাহার বেগম এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের মূল ভিত্তি। জনগণের তথ্য অধিকার তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহের দালিলিক প্রতিফলন ঘটে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত এক বছরে মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এবং বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৫-২০২০) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রমনীতি ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সর্বোপরি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষে এ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি **'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড'** প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা এবং এসডিজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ এ মন্ত্রণালয় পুরস্কার লাভ করেছে। মন্ত্রণালয় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' গঠন উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া এবং কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের শিশুশ্রম হতে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনায় ২টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা এবং ৫,০০০ শিশুকে শ্রম হতে স্বাভাবিক জীবনে পূর্ণবাসন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরণের শিশুশ্রম নিরসনে এ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করছে।

এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাকিউন নাহার বেগম, এনডিসি

মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ ও শোভন কর্ম-পরিবেশ সৃজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী মুজিব বর্ষে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রতিবছরের ন্যায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো। প্রতিবেদনে তথ্য উপাত্তের যথার্থতা ও বস্তুনিষ্ঠতার দিকে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ভিশন ও মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ, সর্বোপরি কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আলোকচিত্র প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের সামগ্রিক কর্মকান্ডের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত, বাজেট, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ, ডিজিটাল ও ইনোভেশন কার্যক্রম, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যানে আর্থিক অনুদান প্রদান, সর্বোচ্চ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা প্রভৃতি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণী উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে, তেমনি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত সমগ্র কর্মকাণ্ডের চিত্র প্রতিভাত হবে। তাছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী জনগণের নিকট প্রতিবেদনটি এক বছরের তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বছর কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখার এক কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মন্ত্রণালয়কে নিরলস কাজ করতে হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমসহ জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কার্যকরী পদক্ষেপ যেমন অব্যাহত রেখেছে, তেমনই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখার প্রয়াস দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সুস্থ ও দক্ষ শ্রমিক এবং কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ধারার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

আশা করি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রণয়ন কমিটি

মো. আজিমউদ্দিন বিশ্বাস
আহবায়ক
ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মো. মহিদুর রহমান
সদস্য
ও উপসচিব (আদালত), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মো. হানিফ শিকদার
সদস্য
ও উপসচিব (সংস্থাপন ১ ও ২), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
সদস্য
ও সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মো. লুৎফর রহমান
সদস্য
ও সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসংস্থান), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সুকান্ত বসাক
সদস্য
ও সিস্টেম অ্যানালিস্ট (আইসিটি সেল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন
সদস্য
ও সহকারী মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মো. সাইফুল ইসলাম
সদস্য
ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মনোয়ারা বেগম
সদস্য সচিব
ও সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

সার্বিক তত্ত্বাবধান : **সাকিউন নাহার বেগম** এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সমন্বয় : **মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাস**
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

সার্বিক সহযোগিতায় :
১. **মনোয়ারা বেগম**
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
২. **সুকান্ত বসাক**
সিস্টেম অ্যানালিস্ট
৩. **এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন**
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
৪. **মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মোড়ল**
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **মো. সাইফুল ইসলাম**
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

কম্পোজ : **মো. মহিউদ্দিন**
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
মো. জিয়াউল মোর্শেদ
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

প্রকাশকাল : **জানুয়ারি, ২০২১**

প্রকাশনায় : **শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

মুদ্রণে : **স্বপ্নীল**
১২ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, কাঁটাবন, ঢাকা

সূচিপত্র

১।	ভূমিকা	২১
২।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি	২২
৩।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো ও অনুবিভাগ	২৩
৪।	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৫
৫।	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	৪১
৬।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে বার্ষিক প্রতিবেদন	৫০
৭।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন	৫২
৮।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৬৩
৯।	শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা	৭১
১০।	আইএলও কনভেনশন	৭৭
১১।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ:	
	(ক) শ্রম অধিদপ্তর	৮১-৯০
	(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৯১-১১০
	(গ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭ টি শ্রম আদালত	১১১-১১২
	(ঘ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড	১১৩-১১৪
	ঙ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	১১৫-১১৮
	(চ) কেন্দ্রীয় তহবিল	১১৯-১২২
১২।	ফটো গ্যালারি	১২৩-১৫৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান হলো শ্রমশক্তি। দক্ষ শ্রমশক্তি যে কোনো দেশের মূল্যবান সম্পদ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ অর্জন এবং সর্বোপরি ২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে শ্রম পরিদপ্তরকে 'শ্রম অধিদপ্তর'-এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর'কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এ উন্নীত করা হয়েছে। রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) স্থাপন, শ্রম আইন যুগোপযোগীকরণ, ঘোষিত ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ৪২টি শিল্পসেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, ইপিজেড এলাকায় শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরি নির্মাণ, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন, নারী শ্রমিকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্বতন ৭টি শ্রম আদালত অপ্রতুল হওয়ায় রংপুর, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ০৩টি নতুন শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তি, সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ ও উৎপাদন গতিশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে "National Job Strategy" এবং কর্মসংস্থান নীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ব্যাপক কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের জন্য ক্রিয়াশীল দেশের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টি করা সম্পন্ন হলে দেশের ক্রমবিকাশমান শ্রমশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে অগ্রসরমান অর্থনীতিতে আরও গতি সঞ্চার করা সম্ভব হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ এ প্রতিবেদনে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক আইনসহ বিবিধ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ এ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন শ্রম-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্পসম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

রূপকল্প (Vission)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;

খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা; এবং

গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি

➲ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;

খ. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

গ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

ঘ. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং

ঙ. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন।

কার্যাবলি (FUNCTIONS)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;

৪. শ্রম আইন শ্রমনীতি ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;

৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলও সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;

৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;

৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্পসেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;

১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

১১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

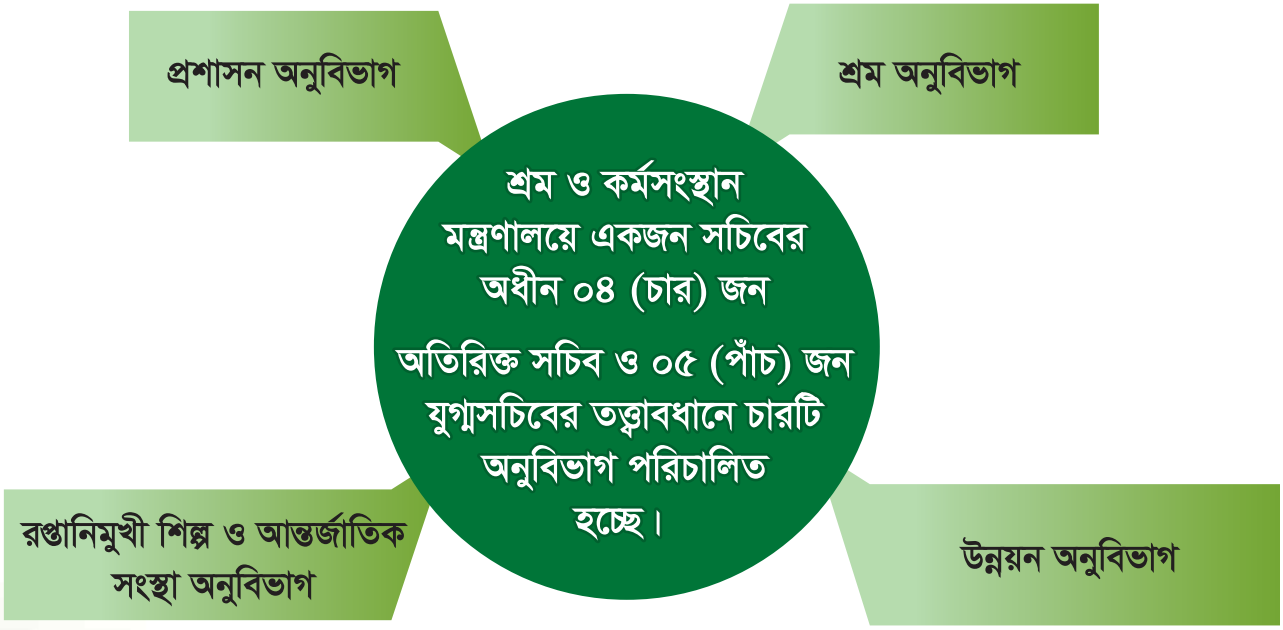

প্রশাসন অনুবিভাগ

সেবা শাখা-১, সেবা শাখা-২, গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা, সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, বাজেট, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল, লাইব্রেরি ও হিসাব শাখা/অধিশাখা নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলসহ সকল আওতাধীন সংস্থার প্রশাসন ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০৪ (চার) জন যুগ্মসচিব, ০৪ (চার) জন উপসচিব, ০১ (এক) জন সিস্টেম অ্যানালিস্ট, ০১ (এক) জন প্রোগ্রামার, ০১ (এক) জন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০১ (এক) জন সহকারী সচিব, ০১ (এক) জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ০১ (এক) জন লাইব্রেরিয়ান।

শ্রম অনুবিভাগ

শ্রম, আইন,পরিদর্শন ও পরিসংখ্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড এবং নারী ও শিশুশ্রম এ ৫টি শাখা/অধিশাখা নিয়ে শ্রম অনুবিভাগ গঠিত। এ অনুবিভাগের অন্যতম কার্যাবলি হচ্ছে শ্রম আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলি সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ এবং এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন মোট ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০২ (দুই) জন উপসচিব ও ০১ (এক) জন সিনিয়র সহকারী সচিব।

রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দুটি অধিশাখা নিয়ে গঠিত এ অনুবিভাগ। রপ্তানিমুখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এ অনুবিভাগের কাজ। আইএলও-এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন। আইএলও গভর্নিং বডির বিভিন্ন সভাসংক্রান্ত কার্যাবলি, আইএলও কনভেনশনের অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ, কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অনুবিভাগ হতে পরিচালিত হচ্ছে। এ অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন উপসচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান অধিশাখা নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদি ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টিও এ অনুবিভাগের আওতাভুক্ত। এ অনুবিভাগে রয়েছে ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব।

মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ২০১৯-২০২০

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাদের সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নীতি নির্ধারণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ধারাবাহিকতায় ২৫টি আইনকে রোহিত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। আইনটি যুগোপযোগী এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়নপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংযোজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংশোধিত শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস ২০১৯' পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট, ২০১৯, জাতীয় শোক দিবসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে ৩২নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ বিকাল ৩.০০ মিনিটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব **কে, এম, আলী আজম**।

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পস্বাস্থ্য নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের মতো ২৮ এপ্রিল, ২০২০ সালে দিবসটি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতি প্রদান

দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারী সংক্রমণের কারণে "গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড" প্রদান কর্মসূচিটি মুজিব বর্ষের ঘোষিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে প্রদান করা হবে।

মহান মে দিবস, ২০২০ পালন

মেহনতি মনুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দানকারী শ্রমিকদের স্মরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করে। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সরকার-মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এক অনবদ্য সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো ১ মে, ২০২০ সালে দিবসটি সীমিত পরিসরে জাতীয়ভাবে পালন করা হয়।

বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপন

বিজয় দিবস, ২০১৯ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যান্ত্রিক বহরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে। উক্ত কুচকাওয়াজে ট্রাক সুসজ্জিতকরণের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হয়।

কুচকাওয়াজে যান্ত্রিক বহরে বিজয় দিবস ২০১৯ এ প্যারেডস্কয়ারে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন

জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম ভবনে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতার জন্মদিনে একটি সুন্দর কেক কাটা হয়। এছাড়া এ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও ও মিরপুরের ২টি সরকারি শিশু পরিবারের এতিম শিশুদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতির পিতার শততম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব কেক কেটে উদ্বোধন করছেন।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বৈশ্বিক করোনা মহামারী সংক্রমণের সময় শ্রমিক/কর্মচারীদের সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষকে নিয়ে দফায় দফায় ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করে সময়মতো শ্রমিকদের বেতনভাতা পরিশোধ ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা চালু রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- উৎপাদনের চাকা সচল রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের অধিকাংশ কলকারখানা চালু রাখা হয়। এ লক্ষ্যে কলকারখানার জন্য একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়;
- দেশের অধিকাংশ কারখানার শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হয়;
- করোনা মহামারীর কারণে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকলেও অধিকাংশ কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই থেকে বিরত থাকে;
- দেশের অধিকাংশ কারখানা শ্রম অসন্তোষ থেকে রক্ষা পায়;
- ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহার সময় শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের সুবিধার্থে দেশের শ্রমঘন এলাকায় ব্যাংকের শাখাসমূহ খোলা রাখা হয়।

১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৩ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বাবদ ২২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫১০ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

২. কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সমন্বয়কারী কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৩. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় করোনা রেসপন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৪. জনস্রোত (Influx) এড়িয়ে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে শিল্প কলকারখানা চালুকরণের জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।

৫. নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় নির্মিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটি করোনা আক্রান্তদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে (সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অবস্থিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায়) ২টি Disinfection Tunnel স্থাপন করা হয়। ডিজিটাল থার্মোমিটার দিয়ে সকল কর্মচারীর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

৭. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে ফ্লোর এবং সকল সারফেস পরিষ্কার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে অফিস, পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে পালনের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত কাউন্সেলিং করা হচ্ছে।

৮. দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে এবং সকল মিটিং ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম (ZOOM APPS) ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৯. সকল কর্মচারীর মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে স্ব-স্ব দপ্তর হতে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ।

কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম,পি

নড়াইল জেলার কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মহামারী পরিস্থিতিতে নড়াইল জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ বিতরণ ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশে গত ২১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব ও দুইজন সিনিয়র সহকারী সচিব নড়াইল জেলার সদর উপজেলা, লোহাগড়া উপজেলা ও কালিয়া উপজেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও ত্রাণ বিতরণসহ সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করেন এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন) উক্ত কাজের সমন্বয় করেন। হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপে জেলার

কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণসহ সার্বিক কার্যক্রমের উপর সচিত্র তথ্য পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম অ্যানালিস্ট- এর তত্ত্বাবধানে আইসিটি সেল সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব গত ২ মে ২০২০ এবং ১০ জুলাই ২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত মহামারী মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নের নিমিত্ত নড়াইল জেলা সফর করেন। উক্ত সফরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তালিকা প্রণয়ন ও তালিকা অনুযায়ী ত্রাণ ও ওএমএস বিতরণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা, জনগণের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণে নড়াইল জেলার জনপ্রতিনিধি এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভিডিও কনফারেন্সে এবং টেলিফোনের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারী মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নে নড়াইলের জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

সচিব মহোদয় গত ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ ও সঠিক তালিকা অনুযায়ী ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নড়াইল জেলার সকল পৌরসভার মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানিয়ে ডিও লেটার প্রেরণ করেন। নড়াইল জেলায় জনগণের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত জেলার সীমান্ত প্রবেশ পথে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়। পবিত্র রমজান মাসে মসজিদে তারাবি নামাজ আদায়ে ইসলামি ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে নড়াইল জেলায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কোরবানির পশু বেচাকেনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিংসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগ নড়াইলের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে নড়াইল জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঘরে বসেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য সেফটিশপ অনলাইন মার্কেট চালু করা হয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ

জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ৩৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এ পরিষদের সদস্য সভাপতি মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী, সদস্য সচিব অতিরিক্ত সচিব (আইও), ৮টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ ২৯টি সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি। এ পর্যন্ত এ পরিষদের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ-এর ৭ম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়ন

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়নের জন্য খুলনা এবং বরিশাল বিভাগে দুইটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

"ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" এবং "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মশালা

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম

এসডিজি (Sustainable Development Goals)-এর একটি লক্ষ্য হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব কাজে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনও শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০ হাজার জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০ হাজার জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০ হাজার জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

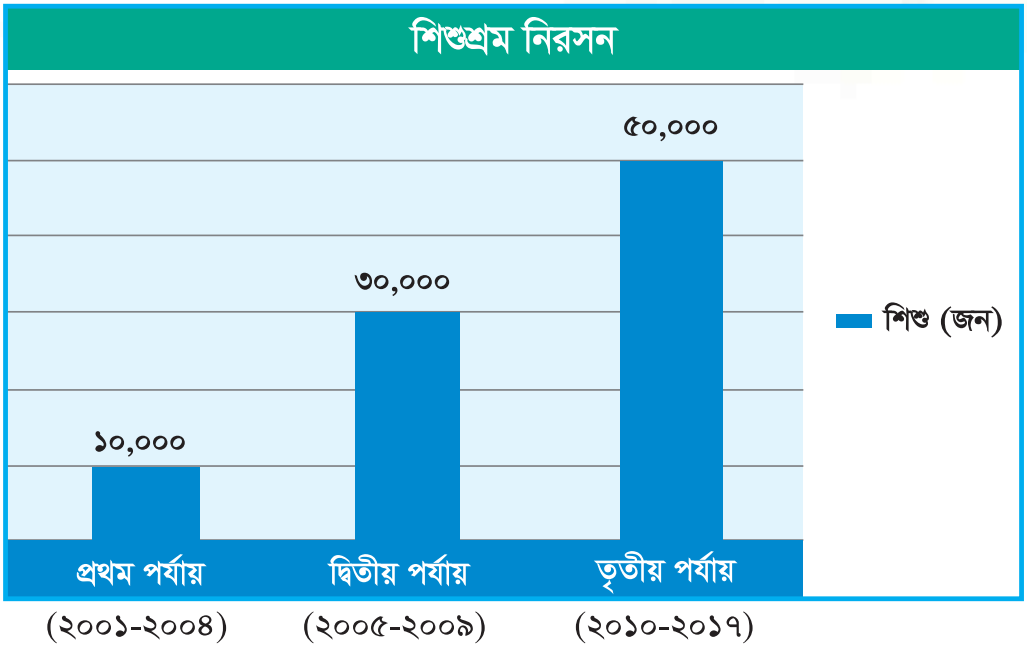

এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৪ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সকল শিশুকে কর্মক্ষম করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রতিটি শিশুকে মাসিক ১ হাজার টাকা করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১০ হাজার শিশুকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

কাঙ্ক্ষিত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশুশ্রমের উপর নির্মিত টিভি বিজ্ঞাপন জনস্বার্থে দেশের সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। জেলাপর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ-সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে 'উপজেলা পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ শিশুশ্রম মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য খুলনা এবং বরিশাল বিভাগে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৯৫৪টি কারখানা থেকে ১ হাজার ২৪২ জন শিশুকে শিশুশ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনে ৩৬৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৯৬ টি।

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ৪২টি শিল্পসেক্টর রয়েছে। সব শিল্পসেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়েছে। কোনো কোনোটির একাধিকবার নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারণত ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে কয়েকটি শিল্পসেক্টরের মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়েছে। এ সব শিল্পসেক্টরের মজুরি পুনঃর্নিধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে ঘোষিত নিম্নতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে পরবর্তী বছরের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে,

নিকটতম পূর্ববর্তী বছরের নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা সর্বশেষ বছরে (২০১৯-২০ অর্থ বছর) নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা দেশের পোশাক শিল্প কারখানায় কার্যকর করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শিল্প সেক্টরের নাম	সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ও পুনঃর্নিধারণের বছর	নিকটতম পূর্ববর্তী নিম্নতম মজুরি ও পুনঃর্নিধারণ বছর	মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার
১	প্লাস্টিক শিল্প	৫০০০ (২০২০)	৩৫০০(২০১২)	৪২.৮৫%
২	রি-রোলিং মিলস	৫৯০০(২০২০)	২৬০০(২০১১)	১২৬.৯২%
৩	চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা	৩৯৫০ (২০২০)	৩৭৩১ (২০১৩)	৪৪%
৫	ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন	৬৫০০ (২০২০)	৪০০০ (২০১০)	৬২.৫০%
৬	রাইস মিলস	৪৬৫০ (২০২০)	৩৩০০ (২০১২)	৪০.৯০%

প্রথম Escalation Protocol চূড়ান্তকরণ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Garment Sector of Bangladesh (NTPA) প্রণয়ন করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা সম্পৃক্ত National Tripartite Committee (NTC) এর ১৫তম সভা কমিটির সভাপতি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় Escalation Protocol অনুমোদিত হয়। কোনো কারখানা যদি যথাসময়ে তাদের রেমিডিয়েশন কাজ শেষ না করে অথবা অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে Escalation Protocol ব্যবহার করা হবে। এতে কারখানাগুলোকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হতে পারে বা কারখানা বন্ধ হতে পারে। উল্লেখ্য, National Initiative এর আওতায় ১ হাজার ৫৪৯টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়। তবে বর্তমানে ৬৯৭টি তৈরি পোশাক কারখানা রেমিডিয়েশনের আওতায় আছে। ইতোমধ্যে ৩৮% রেমিডিয়েশনের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও Escalation Protocol এর আওতায় এ পর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএ-কে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। পরবর্তীকালে ইউডি বন্ধের জন্য (RCC-Remediation Co-ordination Cell) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮১টি কারখানার তালিকা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হয়, তন্মধ্যে ৮৪টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ।

সমীক্ষা কার্যক্রম

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী অটিস্টিক/প্রতিবন্ধীদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মের ধরন চিহ্নিতকরণের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অটিস্টিক/প্রতিবন্ধী শ্রমিক/কর্মচারীদের উপর জরিপ (survey) পরিচালনা করা হয়। জরিপ পরিচালনা করে বেসরকারি শিল্প কারখানায় অটিস্টিক/প্রতিবন্ধীদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মের ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী অটিস্টিক/প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নতুন শ্রম আদালত গঠন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সিলেট,বরিশাল ও রংপুর বিভাগে নতুন ০৩টি শ্রম আদালত গঠন ও আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি ও শ্রম আদালতের সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় আরও ৩টি শ্রম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আদালত স্থাপনের বিষয়ে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি পাওয়া গেছে।

"জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি" গঠন

বিভিন্ন সেক্টরকে সময় সময় শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত "জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি" কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

National Job Strategy প্রণয়ন

National Job Strategy প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। National Jobs Strategy-এর চূড়ান্ত খসড়া উন্মুক্ত মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করে অতিশীঘ্রই National Job Strategy চূড়ান্ত করা হবে। আইএলও ও বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় বাংলাদেশে National Job Strategy (NJS) প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ও এর কারিগরি দিক পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয়ে Reference Group গঠন করা হয়েছে । এ প্রেক্ষাপটে উক্ত National Job Strategy - নিয়ে আলোচনার জন্য সকল বিভাগের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়েছে। National Job Strategy চূড়ান্তকরণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ সভা করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হতে প্রাপ্ত মতামত সমন্বিত করে আইএলও বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া আইএলও কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণের সাথে সভা করে মতামত গ্রহণ করেছেন। বিশেষজ্ঞ দল সকল মতামতের ভিত্তিতে একটি সংশোধিত খসড়া প্রদান করেছেন। আইএলও কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত National Job Strategy- এর চূড়ান্ত খসড়া উন্মুক্ত মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ৩১-১২-২০১৯ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করে অতিশীঘ্রই National Job Strategy চূড়ান্ত করা হবে।

কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির প্রাথমিক খসড়া প্রণীত হয়েছে, যা এখন উন্মুক্ত মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করে যথাশীঘ্র কর্মসংস্থান নীতি চূড়ান্ত করা হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০১৯-২০ সালের জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া প্রণয়নের কাজ সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি'র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ সভা করা হবে। প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ২০-০৫-২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে । সকল অংশীজনের মতামত, একাধিক পরামর্শ সভা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া চূড়ান্ত করে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করা হবে।

কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম করণীয় দায়িত্ব হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ব্যাপক কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের জন্য ক্রিয়াশীল দেশের সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি অধিদপ্তর গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১-১০-২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের সাংগঠনিক কাঠামো, নতুন পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা এবং প্রস্তাবিত পদের আবর্তক খরচের বিবরণীর খসড়া প্রস্তুত করে মূল কমিটির নিকট প্রেরণ করেছে। নিয়োগ বিধির খসড়া প্রণয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করা হবে।

অভীষ্ট টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) বাস্তবায়ন

এসডিজি বাস্তবায়ন সরকারের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার কর্মকাণ্ড। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি টার্গেট এবং ২৩০ টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। এসডিজি'র ১৬৯ টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের ৪ জন কর্মকর্তাকে ৫ টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এসডিজি কর্ণার সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে এসডিজি ওয়েবসাইট ও ডকুমেন্টস, মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিবেদন, কমিটি ও ফোকাল পার্সন এবং সভা ও কার্যবিবরণী নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতায় অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় এসডিজি বাস্তবায়ন টিম গঠন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান শাখা/অধিশাখা হতে সমন্বয় করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
১৭টি	১৭টি	০	-

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন (হাজার টাকায়)

অর্থ- বছর		পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	আবর্তক	মূলধন	আর্থিক সম্পদ	দায়
২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট	১১৩,৯৫,৮২	২৫৩,৪৮,০০	৩৬৭,৪৩,৮২	২২৪,৮৬,১৬	১৪২,৩২,৬৬	২৫,০০	০

ডিজিটাল কার্যক্রম

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. টাস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সহজে ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন। ভবিষ্যতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

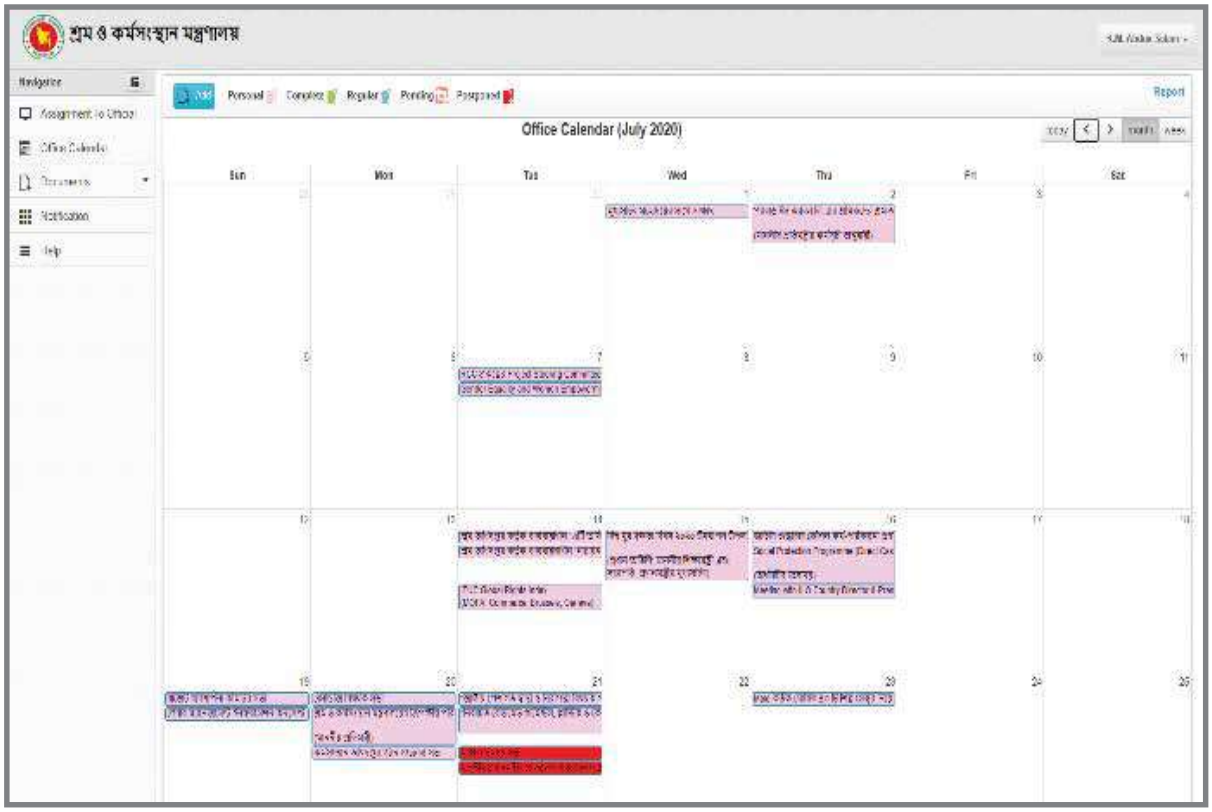

২. পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সফটওয়্যারটি তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, যোগদান, বদলি, প্রশিক্ষণ, ছুটির হিসাব, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

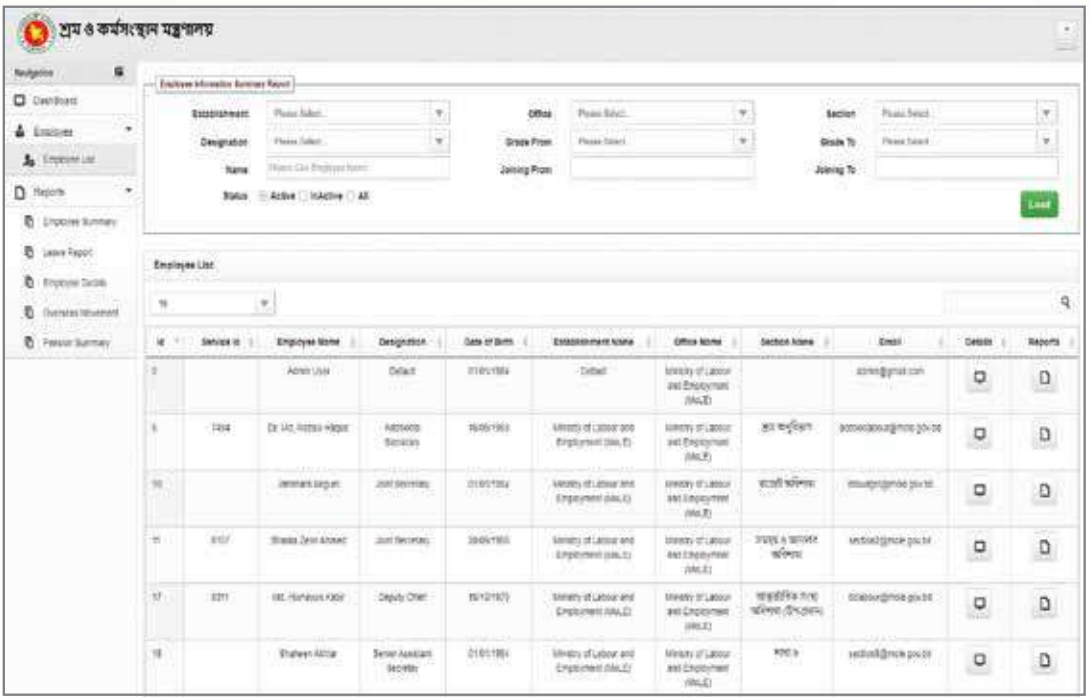

পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৩. রিকুইজিশন অ্যান্ড ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের প্রয়োজনীয় স্টেশনারি, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সকল রিকুইজিশনসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছেন। পূর্বে বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদাপত্র বারবার প্রিন্টিং এর ফলে অর্থের অপচয় হতো এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটত। এছাড়া সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে জানা এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

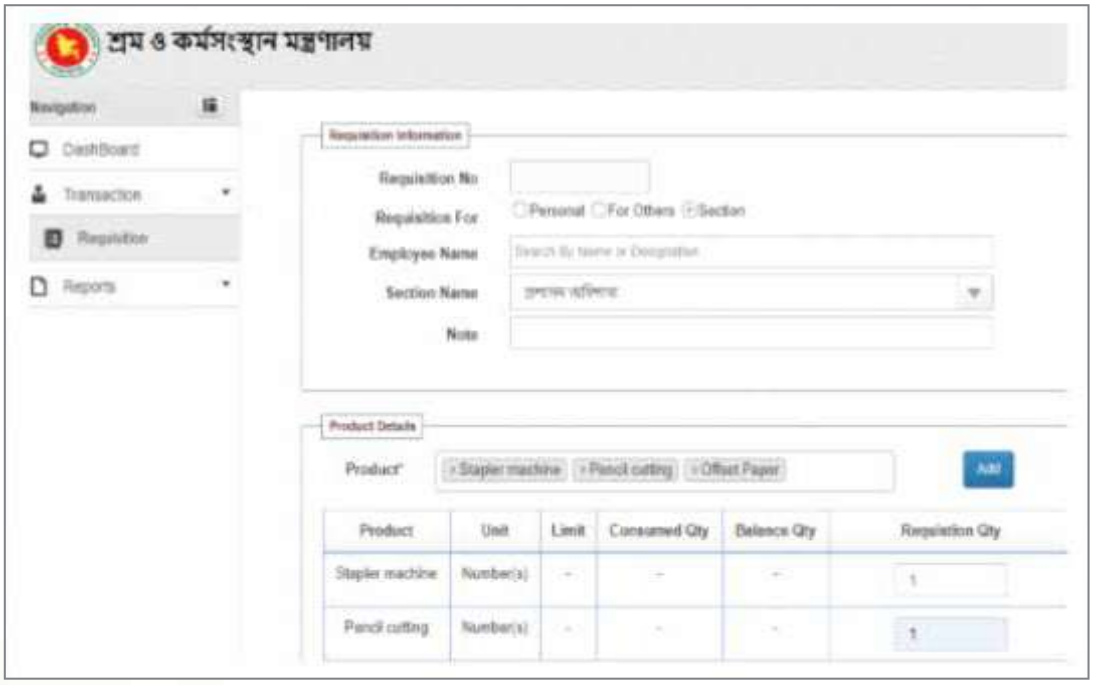

রিকুইজিশন অ্যান্ড ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৪. সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবা ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ করার জন্য অনলাইনভিত্তিক সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে সহজে এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তাঁর যে কোনো অভিযোগ প্রেরণ করতে পারেন। পরবর্তীকালে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে এ মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

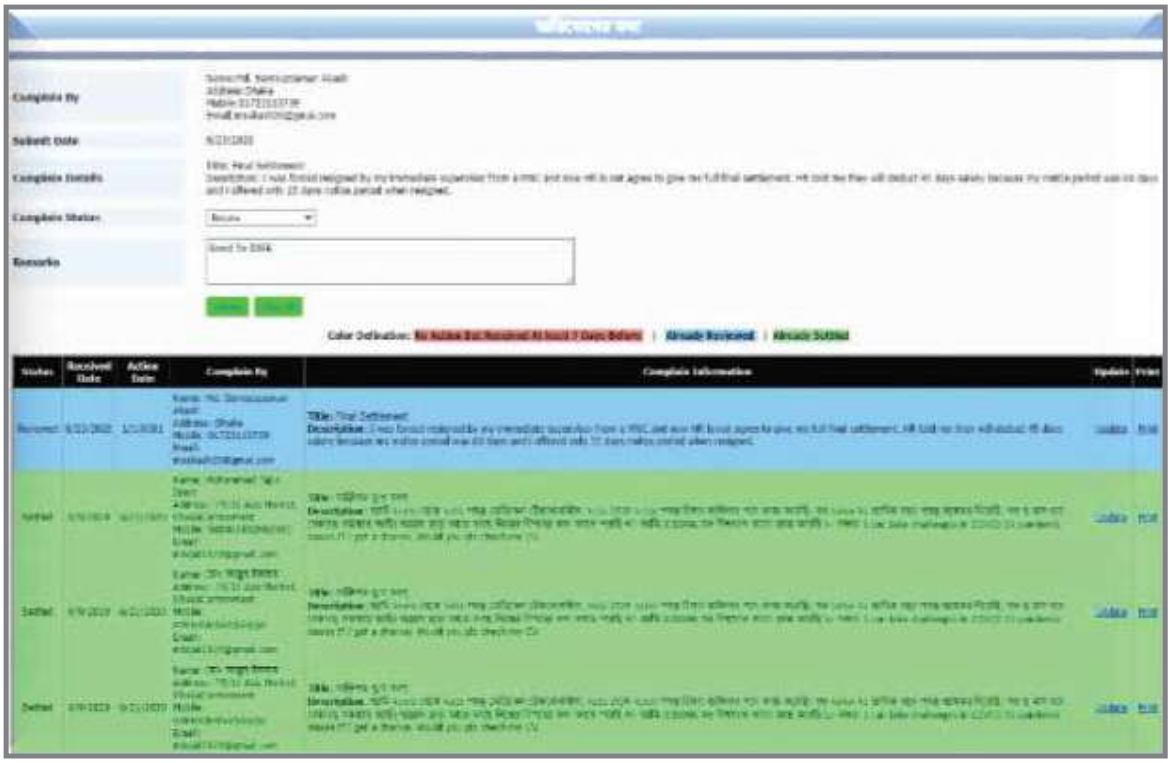

সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম

৫. রিট মামলার ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রিট মামলাসমূহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে এ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রিট মামলার তথ্য এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৬. স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেজ এবং মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তির একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

৭. ই-নথি বাস্তবায়ন

সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে। ই-নথি সিস্টেমে প্রকাশিত জুলাই' ২০২০-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ই-ফাইলিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মধ্যম ক্যাটিগরির মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে এবং অধিদপ্তর ক্যাটিগরির মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দ্বিতীয় স্থানে ও শ্রম অধিদপ্তর চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

৮. ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন

এ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কার্যে ও অর্থ খরচে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৯. ডিজিটাল হাজিরা বাস্তবায়ন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক আগমন ও প্রস্থানের হাজিরা প্রদানের নিমিত্ত ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সকলের যথাসময়ে উপস্থিতি মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

১০. ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বাংলা (শ্রকম.বাংলা) ও ইংরেজিতে (mole.gov.bd) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। তা ছাড়া এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়।

১১. অনলাইন বেইজড আইসিটি সাপোর্ট সিস্টেম

এ সিস্টেমের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সংক্রান্ত সাপোর্ট অনুরোধ অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করে দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইজ তৈরি হচ্ছে, যা সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ২০১৯

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা, ২০১৯

ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় ইনোভেশন টিমের প্রশিক্ষণ

১৩. অনলাইন পদ্ধতিতে বেতন প্রদান

মন্ত্রণলায়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন অনলাইনে IBAS (Integrated Budget and Accounting System) সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল এবং ইএফটি (EFT) পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁদের ব্যাংক হিসেবে সরাসরি জমা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

Better Work Programme - এর কার্যক্রম

আইএলও এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ২০০টির বেশি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং এ কারখানা গুলোতে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৬৯ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশই নারী শ্রমিক। ২২টি আন্তর্জাতিক ব্রান্ড ও রিটেইলার সক্রিয়ভাবে Better Work Programme কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২ হাজার ২৮৬টি এ্যাডভাইজরি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। ১১৮টি ইন্ডাস্ট্রি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ৩৬০টি অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে এবং ১৮৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে মোট ৭ হাজার ৫৪৫ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছে; যার মধ্যে ৩৫ শতাংশ ছিলেন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী। এছাড়া, সোশ্যাল ডায়ালগের ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রোগ্রামভুক্ত কারখানাগুলো বেশ এগিয়ে। নির্বাচনের মাধ্যমে ১০৫টি কারখানাতে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলোতে ১ হাজার ১২১ জন শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৮৫ জন শ্রমিক (৫৬ শতাংশ মহিলা) তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪২ শতাংশ মহিলা শ্রমিক। ৭৮টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাতে ৫৮৬জন প্রতিনিধি রয়েছেন; তন্মধ্যে ২০৭ জনই মহিলা প্রতিনিধি। এক কথায়, তৈরী পোশাক কারখানাসমূহে Better Work Programme এর বাস্তবায়ন, সেখানকার কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিক অধিকার রক্ষাসহ দেশের তৈরী পোশাক শিল্পের ব্যবসাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh-Phase-II শীর্ষক প্রকল্প

ILO - এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready - Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO কর্তৃক ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীন সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩৭৮০ টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ১৬৩ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কারখানা সংস্কার কাযর্ক্রম অব্যাহত আছে।

Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) - শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) - শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদী) ডরমিটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত ০৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা) ১০ হাজার ৮০০ জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ হাজার ৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫ হাজার ৯২৫ জন চাকুরিতে প্রবেশ করেছেন।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় গাজীপুরের টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় Occupational Diseases Hospital নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি-এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

- শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পেশাগত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
- নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় ও টঙ্গীতে পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ৩০০ ও ২৭৫ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ১০০ ও ৭৫ শয্যা সংরক্ষণ করা হবে।
- Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Centre শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনতম ১০ শয্যাবিশিষ্ট একটি বার্ণ ইউনিট-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- প্রকল্পের ICU এবং CCU-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- Out Patient Consultation Fee সর্বোচ্চ ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Patient Bed Rent প্রতিদিনের জন্য সর্বসাকুল্যে ৭৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে Bed Rent, Consultation এবং Diagnostics Fee অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- Operation Charge মূল্য তালিকায় উল্লিখিত মূল্যের উপর ৬০% হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Consumable Item - এর বিল প্রকৃত খরচ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry শীর্ষক প্রকল্প

তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত মালিক শ্রমিক ও সরকার পক্ষের মধ্যে Social dialogue - এর মাধ্যমে অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ছে। প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইএলও-র কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে ঘাগরার বহুমুখী সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ" প্রকল্প

রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগরায় ৬৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- দেশের ০৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- পার্বত্য জেলায় বসবাসরত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ ১০ শয্যাবিশিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- উপজাতীয় পোশাক/পণ্য উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপজাতীয় শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মমুখী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ;
- সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশনের একনেক (ECNEC) কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

"Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place" - শীর্ষক প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে উন্নয়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য হয়রানি কমিয়ে আনার জন্য প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৫২৮.৪৪ টাকা। প্রকল্পটির মাধ্যমে-

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নত হবে;
- শ্রম পরিদর্শকদের এবং শিল্প পুলিশদের কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, যৌন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানে মনোনিবেশ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইআরআই, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র) কর্তৃক পরিচালিত ইন-সার্ভিস ও প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণে 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে;
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা করার ব্যাপারে সুশিল সমাজ (Civil Society Organization) এবং বে-সরকারি খাতের অংশীদারীত্ব শক্তিশালী হবে;
- উন্নয়ন ও মানবিক উভয় পর্যায়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

নির্মাণাধীন নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি (বন্দর, নারায়ণগঞ্জ)

নির্মাণাধীন নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি (কালুর ঘাট, চট্টগ্রাম)

নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটির আওতায় কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্পব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা নির্মাণ করা, সুষ্ঠু ও সামাজিক মানসম্মত আবাসিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বসবাসরত মহিলা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে ৭০০ শয্যা সর্বমোট ১৬৬০ শয্যাবিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণের জন্য এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বের ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে নির্মিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

"Employment Injury Protection Scheme for the workers in the Textile and Leather Industries" - শীর্ষক প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং দুর্ঘটনা বীমা চালু করার জন্য জার্মান সরকারের সহায়তায় GIZ - এর অর্থায়নে "Employment Injury Protection and Rehabilitation Project" - শীর্ষক প্রকল্পটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

শ্রম অধিদপ্তরাধীন "৬টি অফিস পুন নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ; বগুড়া পৌর এলাকা; গাইবান্ধা পৌর এলাকা; মংলা, বাগেরহাট ও রূপসা, খুলনা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৫৮৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি অফিস পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প এপ্রিল/২০১৭ হতে জুন/২০২০ ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল নারী-পুরুষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সুবিধা পাবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- শ্রম অধিদপ্তরের ৬ টি জীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও পুরাতন ভবন পুন নির্মাণ করে দাপ্তরিক কাজের উপযোগীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত সেবা (সার্ভিস) সম্প্রসারণ;
- শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনোদন সেবা প্রদান;
- দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদনমুখী জনশক্তি তৈরির জন্য শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম এর মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আধুনিকায়ন;
- শ্রমিকদের অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়ন সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যম আইনি প্রচারণা পরিচালনা;
- শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন মাফিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা;
- শ্রম বিবাদ এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের শ্রম সমস্যার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি তেরখাদিয়া, রাজশাহীতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ হাজার ৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৩১৫.১০ লক্ষ, মূলধন ১৪ হাজার ৪৫১.২২ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ৭৬২.০১ লক্ষ টাকা) দেশের শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য। মালিক, শ্রমিক ও সকলপক্ষকে OSH সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা, OSH বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং OSH বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা। প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ০৯ টি ভবন নির্মাণ, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, কোর্স কারিকুলাম তৈরি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ভবনগুলির নির্মাণ কাজ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কোর্স কারিকুলাম তৈরি এবং যানবাহন সংগ্রহের কার্যক্রম অচিরেই শুরু করা হবে। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্প মেয়াদের শেষ পর্যায়ে সংগ্রহ করা হবে।

"Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের ৬৬ কোটি টাকা অর্থায়নে আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ এবং ১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, তৈরী পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো (১) সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির টেকসই উন্নয়ন; (২) সালিশ ও মধ্যস্ততার মাধ্যমে টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; (৩) লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সজাগ থাকাসহ সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ ও নিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

"রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টেড অ্যাকশন প্লান) বাস্তবায়ন" প্রকল্প

প্রকল্পটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় ১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: (১) কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণের নিমিত্ত ক্যাপ ফলোআপ, (২) কারখানার অগ্নি সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপণের নিমিত্ত ক্যাপ ফলোআপ; (৩) কারখানার বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরুপনের নিমিত্ত ক্যাপ ফলোআপ; (৪) কারখানার নিরাপত্তায় জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকি করা; (৫) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করা।

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় ৪ হাজার ৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো (১) কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপনের প্রাথমিক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা; (২) কারখানার অগ্নিসংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপনের প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা; (৩) কারখানাও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরূপণের প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা; (৪) অকুপেশনাল ও ওয়ার্কসাইড ঝুঁকি নিরূপণের প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা; (৫) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" শীর্ষক শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় ২২৬৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: (১) ১৩টি জেলায় ডিআইজি অফিস নির্মাণ; (২) নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য শিল্পঘন এলাকার বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম, ফলপ্রসু পরিদর্শন, সময় ও খরচ কমানো; (৩) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর অনুযায়ী ডিআইএফই এর কর্মকর্তা কর্মচারী, মালিক-শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা; (৪) টেকসই কর্মপরিবেশের জন্য পরিদর্শন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়; (৫) প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিসের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন।

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মুজিববর্ষব্যাপি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনার 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' কর্মসূচিটিকে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' কর্তৃক জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির পাশাপাশি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অন্যান্য কর্মসূচিও গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্র/নং	কর্মসূচির বিবরণ	তারিখ ও স্থান	বিস্তারিত কার্যক্রম
১	আলোচনা সভা	১৭-০৩-২০২০ থেকে ১৭-০৩-২০২১ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে; মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সংগ্রামের উপর প্রতি মাসে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের মালিক/শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকলের উপস্থিতিতে;
২	মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান	১৭-০৩-২০২০ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
৩	পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান	১৭-০৩-২০২০ থেকে ১৭-০৩ ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে অফিস ও এর আশেপাশের এলাকা	প্রতি মাসে কমপক্ষে একদিন করে অফিস ও এর আশেপাশের এলাকায় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করা;
৪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	২১-০৪-২০২০ সুবিধাজনক স্থানে	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা;
৫	লিফলেট বিতরণ	২৮-০৪-২০২০ ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ কারখানাগুলোতে	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক শ্রমিক সম্পর্কিত উক্তি লিফলেট আকারে প্রচার
৬	জাতির পিতার ভাষণ ভিডিও আকারে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী	০১-০৫-২০২০ জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে	মহান মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উলেখযোগ্য ভাষণ ভিডিও আকারে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শনী
৭	ডকুমেন্টারী তৈরি	মে ২০২০	শোভন কর্ম ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ/শ্রমিকদের কল্যাণের উপর ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের টিভি বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে।
৮	ক. ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন খ. জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান	১৫-০৮-২০২০ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর/ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	ক. ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা খ. জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
৯	লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন	ডিসেম্বর ২০২০ মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরি	মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা;

১০	আলোচনা সভা	১০-০১-২০২১ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা;
১১	আলোচনা সভা	০৭-০৩-২০২১ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা;
১২	প্রতিবেদন প্রকাশ	১৭ মার্চ ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ও জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নের 'ছকে' উপস্থাপন করা হল:

জাতীয় শোক দিবস ১৫ আগস্টে শ্রম অধিদপ্তরের তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মাননীয় মন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব কে, এম, আব্দুস সালাম

ক্র.নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ধানমণ্ডি ৩২ নং রোডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শ্রম ভবনে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে দোয়া মাহফিলের আয়োজন ও জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর কেক কাটার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তেজগাঁও ও মিরপুরের দুইটি সরকারি শিশু পরিবার-এ এতিম শিশুদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।
২	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩	ক. ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন; খ. জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান;	ক. ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। খ. জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থাসমূহে পৃথক পৃথক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
৪	লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করে সেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ রাখা হয়েছে।

ক্র.নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫	প্রতিবেদন প্রকাশ	১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬	ডকুমেন্টারি নির্মাণ	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।
৭	টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) নির্মাণ	"আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক....." এই থিমের উপরে ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) নির্মাণ করা হয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থে এই টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) টি বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি ৩২ টি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হচ্ছে।
৮	গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কর্মসূচিতে "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড" কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কিছু নির্বাচিত কারখানাকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-এ "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৯	স্যুভিনিয়র প্রকাশ	মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত ফাইল-ফোল্ডার মুদ্রণ করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত কোর্টপিন, কলম, মগ, বিভিন্ন আকৃতির খাম, ফাইল কভার, সামারি প্যাড ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
মন্ত্রণালয়	১৫৭	১১৮	৩৯	-	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২০৮৭	১২৯৬	৭৯১	১০২২	
মোট	২২৪৪	১৪১৪	৮৩০	১০২২	

শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
-	-	২৪৩	১৯৯	২২৮	১৬০	৮৩০

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০১	০৫	০৫	০৮	০১	০৯	-

ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	৬৩ দিন	৩৩ দিন	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	২৯ দিন	৪৪ দিন	-

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
২৮	-	০১	০১	০২	২৬

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
২২	৩৭	-	৫৯	০৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫৭ টি	১৩৬৯ জন

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩০১ জন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৭৬৬ জন
শ্রম অধিদপ্তর	৬২৪ জন
নিম্নতম মজুরী বোর্ড	১১ জন
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	১৮ জন

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ৬৪ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২২৭টি	১০,১৯৫ জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মকৃতি বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা APA প্রবর্তন করে। APA- তে কোনো সরকারি অফিস একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসকল ফলাফল অর্জন করতে চায় সে সকল ফলাফল এবং তা অর্জনের নির্দেশকসমূহ একটি নির্ধারিত 'ছকে' বর্ণনা করা হয়। বর্তমানে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের অফিস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

APA চুক্তির স্বাক্ষর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০						
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইয়েন্স উন্নয়ন;	৩০	[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩.০০	১২২৬	১১৯৭	২০০০	১৮০০	১৬০০	১৫০০	১৪০০	১৬৬০	২.৭
			[১.১.২] কমপ্লাইয়েন্স কার্যক্রম পরিবীক্ষন	সংখ্যা	৩.০০			২০	১৮	১৬	১৫	১৪	৮	০.০**
		[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩.০০	৩২৬২৬	৩২৭১৯	৩৩০০০	৩২০০০	৩০০০০	২৮০০০	২৭০০০	৩৭৩২৮	৩.০
			[১.২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (মাসিক)	সংখ্যা	২.০০			১২	১০	০৮	০৬	০৪	৯**	১.৮
		[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সংখ্যা	৫.০০	৬৯৮	৬১৭	৭০০	৬৫০	৬০০	৫৫০	৫০০	৭৫২	৫.০০
		[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	সংখ্যা	২.০০	১২১১	১০৩৯	১৩০০	১২৫০	১২০০	১১৫০	১১০০	১৬৩০	২.০০
			[১.৪.২] মামলা দায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সংখ্যা	২.০০			১২	১০	০৮	০৬	০৪	৯**	১.৮
		[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৩.০০	১০৮৪৬	১১১৫৪	১২০০০	১১৫০০	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	৮৬৬৬	২.৭
			[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	২.০০	১১২৪২	১৮৭২০	২৫০০০	২৪০০০	২৩৫০০	২৩০০০	২২৫০০	২৫৬৬৫	২.০০
			[১.৫.৩] লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সংখ্যা	২.০০			১২	১০	০৮	০৬	০৪	৯**	১.৮

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০						
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.৬] গ্রিনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা	[১.৬.১] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন	সংখ্যা	৩.০০			১	০	০	০	০	১**	৩
[২] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;	১৯	[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	%	৪.০০	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	৪.০০
			[২.১.২] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সংখ্যা	৩.০০			১২	১০	০৮	০৬	০৪	৯**	৩.০০
		[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	%	৩.০০	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯০	১০০	৩.০০
		[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	৪.০০	১০০	৮০	৮০	৭৮	৭৫	৭২	৭০	১০০	৪.০০*
		[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	সংখ্যা	৩.০০	৯২৩৪	১০০০০	১০০০০	৯৮০০	৯৫০০	৯৩০০	৯০০০	১০০২৬	৩.০০
		[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	সংখ্যা	২.০০	২৯৪	৩৯১	৩০০	২৯০	২৮০	২৭০	২৬০	৪৩৬	২.০০
[৩] শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১৭	[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	৪.০০	৩	৩	৩	২	১	০	০	৫	৪.০০
		[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	৩.০০	১০৭৩	৩৮৩০	২৫০০	২৪১০	২৩২০	২২৩০	২১০০	৪০৬০	৩.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০						
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[৩.৩] শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)	সংখ্যা	৪.০০		৮১৯	২০০০	১৯০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	১২৪২	২.৪
			[৩.৩.২] শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রমপরিবীক্ষন (কারখানা/প্রতিষ্ঠান)	সংখ্যা	৩.০০			২০	১৯	১৮	১৭	১৬	৮	০.০
		[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরি-দর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৩.০০	৭২	৭৩	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৯১%	৩.০০
[৪] কর্মসংস্থা-নের সুযোগ সৃষ্টি	০৫	[৪.১] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন	[৪.১.১] কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া চুড়ান্তকরণ	তারিখ	৫.০০	-	-	২-৬-২০	৯-৬-২০	১৬-৬-২০	২৩-৬-২০	৩০-৬-২০	২১-৫-২০	৫.০০
[৫] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	০৪	[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ	সংখ্যা	২.০০			২	১				১	১.৮
			[৫.১.২] পিপিপি-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিসিইএ-তে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ	সংখ্যা	২.০০			১					১	২.০০

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
[১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[১.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	২			৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৯৮.২	১
			[১.১.২] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০%	১
		[১.২] মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	১			১৫-০২-২০	১৫-০৩-২০	৩১-০৩-২০	৩০-০৪-২০	৩০-০৫-২০	৬-২-২০	১
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নূন্যতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১-০৩-২০	১৮-০৩-২০	২৫-০৩-২০	০১-০৪-২০	০৮-০৪-২০	১৫-১২-১৯	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫			১০-০১-২০	১৭-০১-২০	২৪-০১-২০	২৮-০১-২০	৩১-০১-২০	৮-১-২০	.৫
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	.৫
		[১.৫] সেবা সহজিকরণ	[১.৫.১] নূন্যতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ-সহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	০.৫			১৫-১০-১৯	২০-১০-১৯	২৪-১০-১৯	২৮-১০-১৯	৩০-১০-১৯	১০.১০.২০	.৫
			[১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	০.৫			১৫-০৪-২০	৩০-০৪-২০	১৫-০৫-২০	৩০-০৫-২০	১৫-০৬-২০	২৩.৩.২০	.৫
		[১.৬] পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পি-আরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৬.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০			১০০	.৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০			১০০	.৫
		[১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	.৫
			[১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	.৫
		[১.৮] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত	%	১			৫০	৪৫	৪০			প্রযোজ্য নয়	১
		[১.৯] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৯.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	১			১০০	৯০	৮০			১০০	১
[২] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১			৬০					৪৯.৭৫	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদ চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৪					৪*	১
			[২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০			১০০	০.৫
			[২.১.৪] দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	০.৫			৩১-০১-২০	০৭-০২-২০	১০-০২-২০	১১-০২-২০	১৪-০২-২০	২২-১-২০	০.৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫		১০০	১
			[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১			১৫-১০-১৯	১৫-১১-১৯	১৫-১২-১৯	১৫-০১-২০	৩১-০১-২০	১৫.১০.১৯	১
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০		৬৯.২৬	০০
			[২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯		১২	০.৫
		[২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১			৯০	৮০	৭০	৬০		১০০	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	২			৪	০.৫
			[২.৪.৩] সেবাগ্রহীতা-দের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫			৩১-১২-১৯	১৫-০১-২০	০৭-০২-২০	১৭-০২-২০	২৮-০২-২০	২৪.৯.১৯	০.৫
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	০.৫			১৬-০৮-১৯	২০-০৮-১৯	২৪-০৮-১৯	২৮-০৮-১৯	৩০-০৮-১৯	২০-০৮-১৯	০.৪৫
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩				৩	০.৫
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮১	১.২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					অর্জন	স্কোর
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮১	০.৩
		[৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	প্রযোজ্য নয়	০.৫
			[৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১১	০
		[৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	০.৫
		[৩.৬] বিসিসি/ বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[৩.৬.১] ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না" দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শুদ্ধাচার চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ, অফিস সহায়ক জনাব মো: ফেরদৌস জামান এবং আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (অতিরিক্ত সচিব)-কে সম্মাননা সনদ এবং একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার চর্চায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে যৌথভাবে ২য় স্থান অর্জন করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০ সম্মাননাপত্র প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০ সম্মাননাপত্র প্রদান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়ীত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪		শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৩	৩য় কোয়ার্টারের সভা করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ২৬-০৩-২০ তারিখ হতে সাধারণ ছুটি হওয়ায় সভা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	১	১	–	১	৩		
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪		শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩	৩য় কোয়ার্টারের সভা করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ২৬-০৩-২০ তারিখ হতে সাধারণ ছুটি হওয়ায় সভা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	১০০%	১০০%	–	১০০%	৭৫%		
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১	লক্ষ্যমাত্রা	–	১	–		১	২	
						অর্জন	–	১	–		১		
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	–		৫০%	৫০%	১০০%	২	
						অর্জন	–		৫০%	৫০%	১০০%		
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)	১৪০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	২৮	৩৬	৪৬	১৪০	৩	কোভিড-১৯-এর কারণে ৪র্থ কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	২৯	৪৯	৫৮	–	১৩৬		
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)	১৪০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	২৮	৩৬	৪৬	১৪০	৩	
						অর্জন	৩৬	৪৯	৯৯		১৮৪		

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি													
৩.১ শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড এবং শ্রম আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন	নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণ	১০	তারিখ	যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)	৩০.০৬.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.০৬.২০	১	১০	গত ০৭-০১-২০ তারিখে সচিব কমিটির সভায় অনুমোদনের পর গত ১০-০৩-২০ তারিখে খসড়া নিয়োগ বিধি পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি পিএসসি হতে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। তবে পিএসসি- এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
						অর্জন					১		
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ													
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	-	-	-	১	১	
						অর্জন	২৫.৭.১৯				১		
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৫.০৭.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.০১.২০২০ ১৫.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৭.১৯	১৫.১০.১৯	১৫.০১.২০	১৫.০৪.২০	৪	২	
						অর্জন	১১.০৭.১৯	১৩.১০.১৯	১০.০১.২০	২৪.০৬.২০	৪		
৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	৩১.০৭.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৯	-	-	-	১	১	
						অর্জন	৩০.০৭.১৯				১		
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	৩১.০৭.১৯ ৩১.১০.১৯ ৩১.০১.২০ ৩০.০৪.২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	২	
						অর্জন	৩০.৭.১৯	২৯.০৯.১৯	১৯.১২.১৯	২৪.০৬.২০	৪		
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	অনিক	৩১.০৭.১৯ ৩১.১০.১৯ ৩১.০১.২০ ৩০.০৪.২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	২	
						অর্জন	১১.০৭.১৯	১৫.১০.১৯	১০.০১.২০	-	৩		

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩১.১০.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	–	৩১.১০.১৯	–	–	১	৩	
						অর্জন		২৭.১০.১৯			১		
৫.২ বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১.০৮.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৮.১৯	–	–	–	১	২	
						অর্জন	২৬.৮.১৯				১		
৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	"ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১.০৮.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৮.১৯	–	–	–	১	১	
						অর্জন	২৭.৮.১৯				১		
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ	উপপ্রধান	৩০.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.১৯	–		–	১	২	
						অর্জন	২০.৮.১৯				১		
৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	২	%	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	১৫%	৩০%	৪৫%	১০০%	২	
						অর্জন	২৩.০৬%	৩০.৮১%	২০.০১%	৭.৩০%	৮১.১৮%		
৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ/অগ্রগতি	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৮	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	২	২	৮	১	কোভিড-১৯-এর কারণে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	২	২	–	–	৪		
৬.৪. প্রকল্প পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	৩	সংখ্যা	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	১.৫	কোভিড-১৯-এর কারণে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	৮০%	৮০%	–	–	৪০%		

৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬ (৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	৩০.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.১৯				১	৩	
						অর্জন	২২.৮.১৯				১		
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডার ক্রয় সম্পন্ন	৩	%	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	২০%	লক্ষ্যমাত্রা	–	–	–	২০%	১	৪	
						অর্জন	–	–	–	২০%	১		
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ													
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	২	%	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪	২	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪		
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সকল কর্মকর্তা	২৪	লক্ষ্যমাত্রা	৬	৬	৬	৬	২৪	২	
						অর্জন	৬	২০	৪	–	৩০		
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	২	কোভিড-১৯-এর কারণে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	৮০%	৮০%	৮০%	–	–		
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	সকল কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টিকৃত	৩	%	সকল কর্মকর্তা	৪০%	লক্ষ্যমাত্রা	–	–	–	৪০%	১	৩	
						অর্জন	–	–	–	৪০%	১		

৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ	ডিভাইস স্থাপন ও মনিটরিং	৩	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.২০১৯ ৩১.১০.২০১৯ ৩১.০১.২০২০ ৩০.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.১.২০	৩০.৪.২০	৪	৩	
						অর্জন	১১.৭.১৯	৩০.১০.১৯	৩০.১০.১৯	৩০.৪.২০	৪		
৯.২ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রীট মামলা ডাটাবেইজ	হালনাগাদকৃত মামলার মনিটরিং	৩	তারিখ	উপসচিব (আইন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.২০১৯ ৩১.১০.২০১৯ ৩১.০১.২০২০ ৩০.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	৩	
						অর্জন	২৯.৭.১৯	৩০.১০.১৯	৩০.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪		
9.3 Inventory & Requisition Management System	সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কার্যক্রম গ্রহণ	৩	তারিখ	যগ্মসচিব (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.২০১৯ ৩১.১০.২০১৯ ৩১.০১.২০২০ ৩০.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	৩	
						অর্জন	১৫.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩০.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪		
৯.৪ Task Management & Monitoring System	সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কার্যক্রম গ্রহণ	৩	তারিখ	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.২০১৯ ৩১.১০.২০১৯ ৩১.০১.২০২০ ৩০.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	৩	
						অর্জন	১৫.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩০.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪		
৯.৫ বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, জ্বালানীর সাশ্রয়ী/ সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বিল ও আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বকেয়া বিল পরিশোধ	সাশ্রয়ী ব্যবহার ও বকেয়া বিল পরিশোধ	৩	%	যগ্মসচিব (প্রশাসন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন							
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০.০৬.২০	লক্ষ্যমাত্রা	–	–	–	৩০.০৬.২০	১	৩	
						অর্জন	–				১		
১০.২ আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কোডে অর্থ বরাদ্দ	অর্থ বরাদ্দকৃত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব (বাজেট)	৩১.০৭.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৯	–	–	–	১	২	
						অর্জন	২৫.০৭.১৯				১		

১১. অর্থ বরাদ্দ													
১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	যুগ্মসচিব (বাজেট)	৮	লক্ষ্যমাত্রা	১.৫	১.৫	২	৩	৬	৩	
						অর্জন	১.৫	১.৫	৭.৩	–	১০.৩		
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন													
১২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৩.০৭.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	০৩.০৭.১৯	–	–	–	১	২	
						অর্জন	৩০.০৬.১৯				১		
১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৫.০৭.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.০১.২০২০ ১৫.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.০৭.১৯	১৫.১০.১৯	১৫.০১.২০	১৫.০৪.২০	৪	১.৫	কোভিড-১৯- এর কারণে ২৬.০৩.২০ তারিখ হতে সাধারণ ছুটি হওয়ায় প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	১১.০৭.১৯	১৩.১০.১৯	০৮.১.২০	–	৩		
১২.৩ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩১.০৭.২০১৯ ৩১.১০.২০১৯ ৩১.০১.২০২০ ৩০.০৪.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৭.১৯	৩১.১০.১৯	৩১.০১.২০	৩০.০৪.২০	৪	৩	কোভিড-১৯- এর কারণে ২৬.০৩.২০ তারিখ হতে সাধারণ ছুটি হওয়ায় প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
						অর্জন	৩০.৬.১৯	১৭.১০.১৯	২২.০১.২০	–	৩		

শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্র.নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Manufacturing of aluminum products)	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পূনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধারালো, ভারী ও ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সারাক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা ; (ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি (ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন ; (ছ) পায়ের রগ ফুলে যাওয়া ; ও শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া।
০২	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (Automobile Workshop)	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টেনে নেওয়া; (ঙ) গ্রীজ, কেরোসিন, মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ীর নিচে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
০৩	ব্যাটারী রি-চার্জিং (Battery re-charging)	ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানিজমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
০৪	বিড়ি ও সিগারেট তৈরী (Manufacturing of Biri and Cigarette)	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরী করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।
০৫	ইট বা পাথর ভাঙ্গা (Brick or Stone breaking)	(ক) কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট ও পাথর গুড়া গ্রহণ করা; (খ) সরাসরি সূর্যও তাপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাত ও আঙ্গুল ছিলে যাওয়া; (গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
০৬	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিন (Engineering workshop including lathe- machine)	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরী করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরী করা; (ঘ) অতি দ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফুলিয়া যাওয়া; (গ) পায়ের শিরা ফুলিয়া যাওয়া;

		কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব বস্তু ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখের পানি পড়া; এবং (ছ) দৃষ্টি শক্তির সমস্যা।
০৭	কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of glass & glass products)	(ক) ভাংগা কাঁচের টুকরা পরিস্কার ও গুড়া করা; (খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরীর জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং (গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি; (গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি; (ঘ) রক্ত কাশি; (ঙ) শ্বাসকষ্ট; (চ) ক্ষুধামন্দা; (ছ) জ্বর ও হাড়ে ব্যথা; (ঝ) মাথা ব্যথা; (ঞ) বমি বমি ভাব; এবং (ট) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।
০৮	ম্যাচ তৈরী (Manufacturing of matches)	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা নিয়ে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে ও দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙ্গুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যাথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
০৯	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of plastic or rubber products)	(ক) প্লাষ্টিক ও রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরণের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্যাদি ঢালা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলা গ্রহণ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য নানা ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাপাঁনি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দূরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যানসার।
১০	লবন তৈরী (Salt refining)	(ক) লবনে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবন মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূণ্যতা; (খ) শরীর ফুলে যাওয়া; (গ) চামড়ায় চুলকানি জনিত প্রদাহ, (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ; এবং (ছ) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১১	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরী (Manufacturing of soap or detergent)	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরী করা; এবং (খ) সাবান তৈরী ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানি জনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
১২	স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ী বা মেটাল ফার্নিচার রং করা (Steel furniture or car or metal furniture painting)	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টীলের টুকরো পরিষ্কার করা, স্টীল পলিশ করা ও রং লাগানো;	(ক) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ;

		(গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সীসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।	(ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; ও হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সীসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং (ঞ) এলার্জি।
১৩	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Tanning and dressing of leather.)	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এনথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে বেদনাদায়ক ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গাস জনিত প্রদাহ; (চ) আঙ্গুলের মাঝে ঘা; (ছ) ডায়রিয়া; এবং ও ক্ষুধামান্দা ও বমি।
১৪	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নার (Welding works or gas burner mechanic)	(ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা এবং গ্রীল, জানালা ও দরজা তৈরী করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা; (গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধাতুর গুড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়ে কাজ করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েল্ডিং এর কাজ করা।	(ক) চোখ নষ্ট হওয়া; (খ) চোখে জ্বালাপোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া; (ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধত্ব; (ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া; ও হাতে ও পায়ে keloid তৈরী; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঞ) নিউমোনিয়া; (ট) শ্বাসকষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে পুড়ে যাওয়া; (ঢ) দাহ্য পদার্থ দ্বারা দুর্ঘটনা; (ণ) নিশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫	কাপড়ের রং ও ব্লীচ করা (Dyeing or bleaching of textiles)	(ক) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি মোড়কজাত পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দূর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬	জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking)	(ক) ট্যাংকার থেকে জ্বালানী তেল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেনার থেকে জ্বালানী তেল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টীলের শীট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে জখম; (খ) চোখ থেকে পানি পড়া; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।

১৭	চামড়ার জুতা তৈরী (Manufacturing of leather footwear)	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরীর জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যাথাদায়ক ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ; (ঙ) হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১৮	ভলকানাইজিং (Vulcanizing)	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।
১৯	মেটাল কারখানা (Metal works)	(ক) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়া গ্রহণ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফুলে যাওয়া; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া।
২০	জিআই শীট বা চুনাপাথর বা চক সামগ্রীর কাজ (Manufacturing of Gl sheet products or limestone or chalk products)	(ক) প্রচন্ড তাপে কাজ করা; (খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জ্বলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুক্ষ্ম কণা গ্রহণ করা।	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ; (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়া; (ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং শ্বাস কষ্ট।
২১	স্পিরিট ও এলকোহলজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ (Rectifying or blending of spirit & alcohol)	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাসকষ্ট।
২২	জর্দা ও তামাক বা কুইবাম তৈরী (Manufacturing of jarda and quivam)	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করা; (গ) ধারালো টিনের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়ে যাওয়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।

৩৪	নির্মাণ কাজ (Construction)	(ক) পাথর ভাঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগীতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাসকষ্ট; (ছ) যক্ষা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাজ (Chemical factory)	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় প্রচন্ড শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৩৬	কসাই এর কাজ (Butcher)	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ যেমন- খোস পাচড়া; (খ) দাদ একজিমা; (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭	কামারের কাজ (লোহা বা লৌহ পেটানোর কাজ) (Blacksmith)	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহয্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা। এবং (খ) প্রচন্ড আওয়াজ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণ যন্ত্রে সমস্যা; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) Tenosynvitis; Bursitis; এবং (জ) দুর্ঘটনার কারণে হাত, পা ও চোখে ক্ষত।
৩৮	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ (Handling of goods in the ports and ships)	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা।

ILO Conventions Ratified By Bangladesh

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Sl. No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1)	22.06.1972
2.	Night Work (Women) Convention, 1919 (No. 4)	22.06.1972
3.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6)	22.06.1972
4.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11)	22.06.1972
5.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14)	22.06.1972
6.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15)	22.06.1972
7.	Medical Exam. Of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16)	22.06.1972
8.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18)	22.06.1972
9.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19)	22.06.1972
10.	Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21)	22.06.1972
11.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22)	22.06.1972
12.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27)	22.06.1972
13.	* Forced Labour Convention, 1930 (No.29)	22.06.1972
14.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32)	22.06.1972
15.	Underground work (women) Convention, 1935 (No.45)	22.06.1972
16.	Minimum Age (Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59)	22.06.1972
17.	Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80)	22.06.1972
18.	Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)	22.06.1972
19.	* Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87)	22.06.1972
20.	Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89)	22.06.1972
21.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90)	22.06.1972
22.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96)	22.06.1972
23.	* Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98)	22.06.1972
24.	* Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100)	28.01.1998
25.	* Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105)	22.06.1972
26.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106)	22.06.1972
27.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107)	22.06.1972
28.	* Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111)	22.06.1972
29.	Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116)	22.06.1972
30.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118)	22.06.1972
31.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144)	17.04.1979
32.	Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149)	17.04.1979
33.	* Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182)	12.03.2001
34.	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185)	28.04.2014
35.	Maritime Labour Convention 2006	06.11.2014

* ILO Core conventions.

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ

- শ্রম অধিদপ্তর
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত
- নিম্নতম মজুরি বোর্ড
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম অধিদপ্তর

১৯৬ বিজয় নগর, ঢাকা ▪ www.dol.gov.bd

শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ তার অধীন ৫২টি দপ্তরে ৯২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে। এ অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

ভিশন

শ্রমিক মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

মিশন

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

শ্রম অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটি গঠন ও তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- অসৎ শ্রম আচরণের (শ্রমিক/মালিক কর্তৃক উত্থাপিত) অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;

- ❖ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ০৪ (চার) সপ্তাহ ব্যাপী "শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী "শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স" এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী "শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ১ দিন ব্যাপী "আউট সোর্সিং প্রশিক্ষণ কোর্স"-সহ শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রম প্রশাসনসহ যুগোপযোগী আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- ❖ অভ্যন্তরীণ নৌ-যান শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৯২ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা এবং নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা;
- ❖ শিল্প পরিসংখ্যান আইন ১৯৪২ ও শিল্প শ্রমিক পরিসংখ্যান বিধিমালা ১৯৬১ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা।
- ❖ শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, কর্মস্থলে সহযোগিতা, শোভন কাজ, শিল্প সম্পর্ক, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- ❖ শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
- ❖ আই.এল.ও. কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত বিষয়াদি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা; এবং
- ❖ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা।

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখতে এবং শ্রমিকের কল্যাণে শ্রম অধিদপ্তরের অর্জনসমূহ

➲ প্রশাসনিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন

- ❖ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নং ৪০.০০.০০০০.০২০.০১২.০৩.২০১৬ (অংশ-৩)-৭৩৭, তারিখ: ২৭/১১/২০১৭ খ্রি. স্মারকের পরিপত্রে শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। পূর্বে বিদ্যমান ৭২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থলে মোট জনবল ৯২১ জনে উন্নীতকরণ করা হয়। তাছাড়া, নারায়ণগঞ্জে নতুন ০১টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর ও বরিশালে ৪টি নতুন আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রম অধিদপ্তর প্রশাসনিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে:
- ❖ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা প্রদান।
- ❖ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি ক্যাটাগরীর বিভিন্ন পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ প্রদান।
- ❖ অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়া ও নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি প্রণয়ন (চলমান)।
- ❖ জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও কর্মবিন্যাস প্রণয়ন ইত্যাদি।

শ্রম অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয় ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহ

বিভাগীয় শ্রম দপ্তর (০৬ টি)

১. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
২. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম
৩. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী
৪. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা
৫. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ
৬. বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (০৪ টি)

১. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ঢাকা
২. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম
৩. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, রাজশাহী
৪. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা

আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (০৯ টি)

১. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া
২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট
৩. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা
৪. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুষ্টিয়া
৫. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর
৬. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর
৭. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর
৮. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহ
৯. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র (৩২ টি)

১. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
২. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর
৩. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ
৪. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়নগঞ্জ
৫. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাটিরপাড়া, নরসিংদী
৬. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
৭. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
৮. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
৯. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা
১০. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১১. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চৌমুহনী, নোয়াখালী
১২. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর
১৩. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১৪. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লোয়াইউনি, মৌলভীবাজার
১৫. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকুড়ি, মৌলভীবাজার
১৬. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা, মৌলভীবাজার
১৭. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, মৌলভীবাজার
১৮. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, সিলেট
১৯. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া, হবিগঞ্জ
২০. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সমশেরনগর, মৌলভীবাজার
২১. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সরিষাবাড়ী, জামালপুর
২২. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী
২৩. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া
২৪. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ
২৫. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা
২৬. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী
২৭. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি
২৮. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট
২৯. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা, খুলনা
৩০. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট
৩১. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
৩২. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ, বরিশাল

শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়	– ০১
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	– ০৬
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন	– ০৪
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	– ০৯
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	– ৩২
মোট দপ্তর	– ৫২ টি

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক উভয়ের স্বার্থ সমুন্নত রেখে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এ দপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তরের আওতায় জানুয়ারি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১	ট্রেড ইউনিয়ন আবেদন মোট	৭৬৭ টি	সূত্র: ট্রেডইউনিয়ন শাখা, শ্রম অধিদপ্তর।
০২	রেজিস্ট্রেশন প্রদান	৪০০ টি	
০৩	প্রত্যাখান	৯৭ টি	
০৪	নথিজাতকরণ	৩৩২টি	
০৫	প্রক্রিয়াধীন	১১১২ টি	

সি. বি. এ. নির্ধারণী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২০২ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে শ্রম অধিদপ্তর গোপন ব্যালটে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে সি. বি. এ. (কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট) নির্ধারণ করে থাকে। এ বিষয়ক ২০১৯-২০ অর্থবছরের তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১	সিবিএ আবেদন মোট	০৪ টি	সূত্র: ট্রেডইউনিয়ন শাখা, শ্রম অধিদপ্তর।
০২	নির্বাচন সম্পন্ন	০৪ টি	

সালিশী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর চতুর্দশ অধ্যায়ের ২১০ ধারা এর আওতায় শান্তিপূর্ণ পন্থায় সালিশ হিসাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা এ দপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এ বিষয়ক ২০১৯-২০ অর্থবছরের তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১	আবেদন মোট	৪১ টি	সূত্র: সালিশী শাখা, শ্রম অধিদপ্তর
০২	নিষ্পত্তি	২৫ টি	
০৩	নথিস্থ (ক্লোজ)	০৮ টি	
০৪	প্রক্রিয়াধীন	০৮ টি	

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত, কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) স্থাপিত ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রমমান, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

শ্রম অধিদপ্তর SDIR (Social Dialague and Industrial Relations) এর আওতায় গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের Workplace co-operation এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যা শিল্পে শ্রমিক মালিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে দেশের উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও জনগণকে কার্যকর সেবা প্রদান ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে শ্রম অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ই-নথি বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন, সেবা সহজিকরণ, প্রমিত বাংলা ব্যবহার বিধি ও বাজেট বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্রমিক	ধরণ	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
০১	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শিল্প সম্পর্ক কোর্স ও শ্রমিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে	৯২৪০ জন	দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০
০২	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান	০২ জন	
০৩	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩৯ জন	
০৪	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান	৬২৪ জন (১৬০ ঘন্টা)	

শ্রম কল্যাণ কার্যক্রম

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার কর্মস্থলে সহযোগিতা ও কর্তব্য সর্ম্পকে সচেতনতামূলক শ্রমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল

ক্রমিক	সেবা	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
০১	শ্রমিক ও তার পরিবারকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৬৬৯৮৭ জন	দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০
০২	শ্রমিক ও তার পরিবারকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান	৩২২০৯ জন	
০৩	শ্রমিক ও তার পরিবারকে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান	১০৮০৩২ জন	

তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম অধিদপ্তরের ভূমিকা

তৈরী পোশাক শিল্প খাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত। শিল্পে শান্তি স্থাপনে সরকার বদ্ধ পরিকর। গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সমাধান ও শ্রমজীবীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার আন্তরিক । এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় টাস্ক ফোর্স অন লেবার ওয়েল ফেয়ার ইন আর এম জি এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি কাজ করে যাচ্ছে । শ্রম অধিদপ্তর উভয় কমিটিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ নিরসনসহ শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। শ্রম অধিদপ্তর SDIR (Social Dialague and Industrial Relations) এর আওতায় গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের Workplace Co-operation এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও e- governance চালুকরণ

➲ ই-নথি কার্যক্রম

ICT কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ০৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সবগুলো অফিসেই ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে।

➲ শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজতর করার নিমিত্ত **"শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা"** নামে অ্যাপস চালু করা হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের শুরু হতে আলোচ্য অ্যাপ ও মোবাইলের মাধ্যমে করোনাকালীন শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়া হচ্ছে।

➲ অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও Publicly Accessible Database

শ্রম ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সেবা সহজিকরণ করতে শ্রম অধিদপ্তর ইতোমধ্যে "PubliclyAccessible Database" এর কার্যক্রম dol.gov.bd পোর্টালের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। ডাটাবেজে তথ্যাদি হালনাগাদকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। শ্রম অধিদপ্তর এর অন্যতম প্রধান সেবা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে প্রদান করছে।

ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

শ্রম অধিদপ্তর সিটিজেন চার্টার অনুসরণে নাগরিকদের যে সকল সেবাদি প্রদান করে থাকে এর সবগুলোই ডিজিটালাইজড/ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদানের নিমিত্ত টাইমবাউন্ড ডিজিটাল রোডম্যাপ সম্পন্ন করেছে। ইনোভেশন কার্যক্রম, ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা-২০২১ ও সেবাসহজিকরণ কার্যক্রমের আওতায় শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবাসমূহের ডিজিটাল প্লাটফর্মে আনার কাজ চলমান আছে।

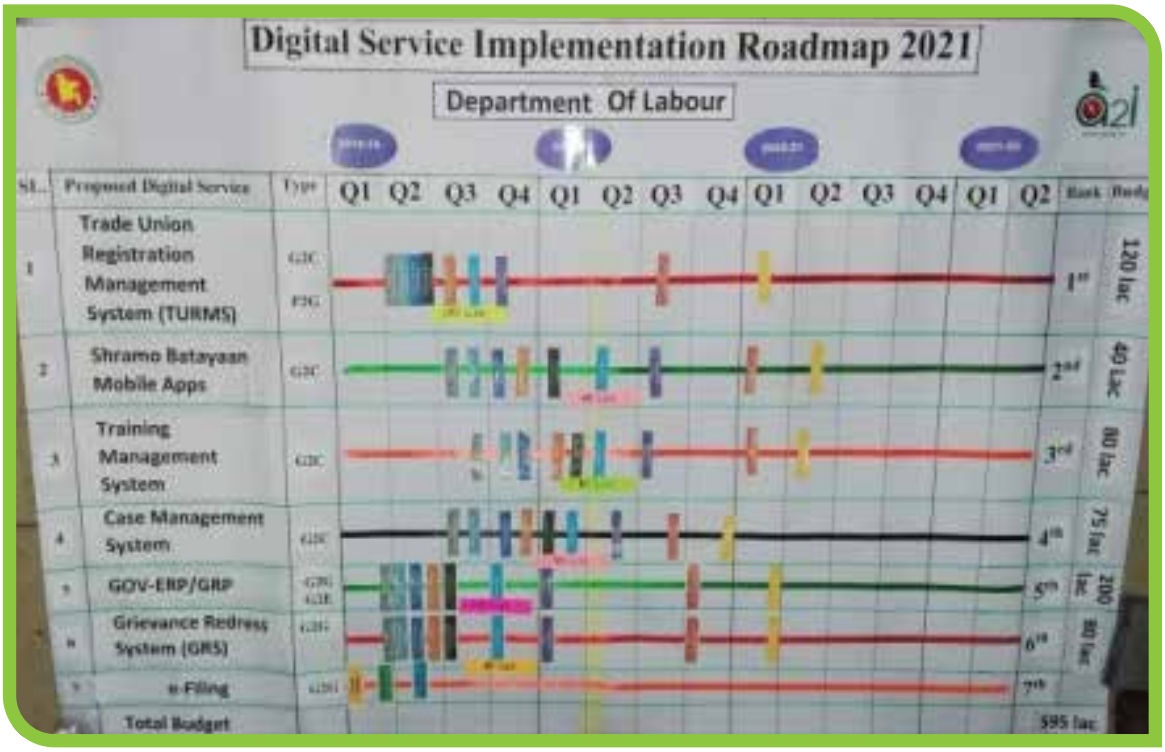

এছাড়াও, শ্রম অধিদপ্তরের সেবাসমূহ প্রচারে দপ্তরটি Facebook, Youtube ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে।

শ্রম অধিদপ্তরের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

শ্রম অধিদপ্তর শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নকারী অন্যতম সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর অনুস্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর হিসেবে শ্রম অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শ্রম অধিদপ্তর প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC) তে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উপাত্তসহ বাংলাদেশের শ্রমিক, শ্রমমান, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে। একই সাথে সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনা (observations) বাস্তবায়ন করে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

■ ১৯৬ বিজয় নগর, ঢাকা ■ www.dife.gov.bd

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে (DIFE)। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে (DIFE)।

অধিদপ্তরের গঠন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব মহাপরিদর্শক এবং একজন যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২. সাধারণ শাখা
৩. সেইফটি শাখা
৪. স্বাস্থ্য শাখা

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের গঠন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৪টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। শাখাগুলো হলো: সেইফটি শাখা, স্বাস্থ্য শাখা, সাধারণ শাখা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা।

অধিদপ্তর-এর কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।

- শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি তদারকি করার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা নির্মাণের জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্য লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন প্রদান।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরী, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

শ্রম পরিদর্শন

সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন **(খ)** তাৎক্ষণিক পরিদর্শন **(গ)** দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন **(ঘ)** অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়

- সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে থেকে অবহিত করেই করা হয়। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।
- পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরির নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ ৩৮৮৭ টি গার্মেন্টস, ১১৫৫৮ টি দোকান, ৭০৫০টি প্রতিষ্ঠান ও ১৪৮৩২টি অন্যান্য কারখানা সহ মোট ৩৭,৩২৭ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট (১+২+৩+৪)
	১	২	৩	৪	
জুলাই, ২০১৯	২১৭	১৩২১	৭৪১	১১৯৫	৩৪৭৪
আগস্ট, ২০১৯	২২৩	১২৬০	৭০৭	১১১০	৩৩০০
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	২১১	১৩৯২	৭৯৮	১৩৬০	৩৭৬১
অক্টোবর, ২০১৯	২২৭	১২৯৯	৯১০	১২৬৩	৩৬৯৯
নভেম্বর, ২০১৯	১৭৮	১১৭৯	৭৮২	১২২৪	৩৩৬৩
ডিসেম্বর, ২০১৯	১৯৬	১৩৭১	৮৩৬	১৪৬৮	৩৮৭১
জানুয়ারি, ২০২০	২৫১	১২৩৫	৮০৯	১৫৫০	৩৮৪৫
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২১০	১৩৫০	৭৬৫	১৭১৮	৪০৪৩
মার্চ, ২০২০	২৭০	১০৬৪	৬৪২	১৪০৯	৩৩৮৫

বিশেষ পরিদর্শন: কোভিড-১৯ এর কারণে এপ্রিল, ২০২০ থেকে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮)-এর ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত ধারাসমূহ অনুসরণে মোট ১৪টি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে কারখানা পর্যায়ে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার তথ্য নিম্নরূপ:

এপ্রিল, ২০২০	০	০	০	৯৯	৯৯
মে, ২০২০	৬৮২	০	০	৬৭০	১৩৫২
জুন, ২০২০	১২২২	৮৭	৬০	১৭৬৬	৩১৩৫
মোট	**৩৮৮৭**	**১১৫৫৮**	**৭০৫০**	**১৪৮৩২**	**৩৭৩২৭**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

বিশেষ পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বাদশ অধ্যায় এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার ১৩৪ থেকে ১৬৬ বিধিতে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করা হয়। দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৪২ জন শ্রমিক এবং নিহত ১০৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৮৭,২২,৫০০ (সাতাশি লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৯০ক ধারা অনুযায়ী, "পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন এমন প্রত্যেক কারখানায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং তাকে কার্যকর করতে হবে।" বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কারখানায় গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৯০২ টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ২২৫০ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ১৬৮৩ টি; মোট ৩৯৩৩ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

লাইসেন্স বাবদ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত এবং বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এ অধিদপ্তর। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৫,০৩,৪৯,২৩১/- (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা আয় করেছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ সৃজন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩৩২ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় নারীর প্রতি শোভন আচরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম আইনের ৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সাধারণত চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।" নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মপরিবেশ শোভন রাখার জন্য শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারায় কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৩৫১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৬৬৭ টি। এর মধ্য থেকে ২৬০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২৯৪৫টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২৯০২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৩৪ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ৭৮৩ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৭২টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১০,৯৬১ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিক কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩ (ছত্রিশ কোটি ঊনআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা।

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ৮,৪৭২ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৫,২১৮ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

শ্রম আইন ও বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৭৬০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৮০ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৬২ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৫০ টাকা।

নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরী হারের কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়োগবিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩১ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং-এ শীর্ষস্থান অর্জন

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। Access To Information (A2I প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ০৪ (চার) বার প্রথম স্থান লাভ করেছে এ অধিদপ্তর।

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ডিজিটালাইজেশন তথা সেবা সহজিকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) কে বাস্তবে রূপায়ন। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা যায়। লিমা মূলত মোবাইল ও ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। ফলে লিমা অ্যাপকে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ব্যবহার করা যায়। অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য লিমা অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকগণ পরিদর্শন পরিকল্পনাসহ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবেন। এছাড়া, সেবা প্রার্থীরা অনলাইন এর মাধ্যমে তাদের কারখানার লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেইসাথে সেইফটি কমিটির এবং দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও লিমাতে দাখিল করতে পারবেন।

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ০৬ মার্চ "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন" (লিমা) উদ্বোধন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের গাজীপুর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এই অ্যাপ চালু করা হয় এবং পরিদর্শকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৯ হতে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমা-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ১৬,১৯৫ টি।

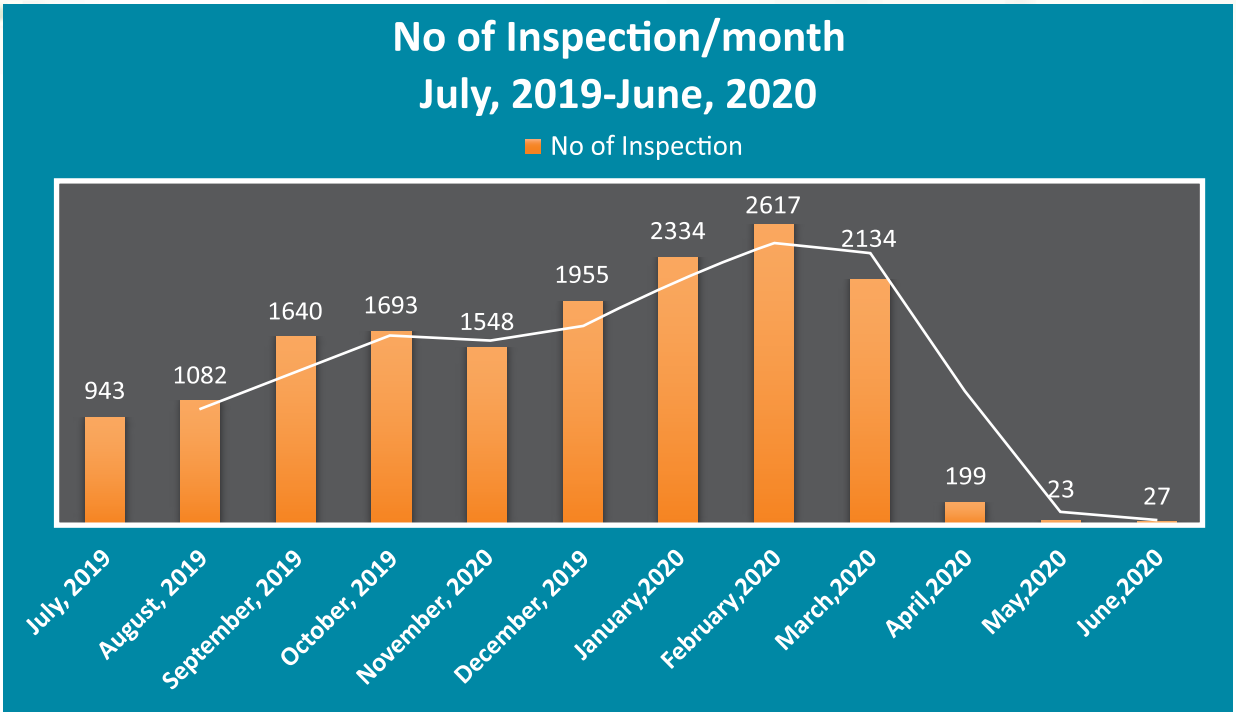

চিত্র: লিমার মাধ্যমে পরিদর্শনের সারসংক্ষেপ, উৎস: আইসিটি সেল, ডাইফ।

অধিদপ্তরের http://lima.dife.gov.bd সাইটে লগইন করে পরিদর্শকগণ লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম (সিডিউল সাবমিট, নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, ক্যাপ তৈরী, নোটিশ প্রস্তুত, নোটিশ প্রেরণ, মামলা দায়ের ইত্যাদি) করতে পারেন। উপমহাপরিদর্শকগণ সিডিউল সাবমিট করে লিমার মাধ্যমে মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। তাছাড়া কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের মালিক/কর্তৃপক্ষগণ তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্স নবায়ন, লে-আউট নকশা অনুমোদন এর আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের সেইফটি কমিটি গঠনের নোটিশ, দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA (২০১৯-২০২০) অনুযায়ী অর্জন

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৮০%	৯১%
০২	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২,০০০	১,৬৬০
০৩	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৩,০০০	৩৭,৩২৮
০৪	পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৭০০	৭৫২
০৫	মামলা দায়ের	সংখ্যা	১,৩০০	১,৬৩০
০৬	প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	১২,০০০	৮,৬৬৬
০৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	২৫,০০০	২৫,৬৬৫
০৮	সেইফটি কমিটি গঠন	সংখ্যা	১,০০০	৯০২
০৯	ডে-কেয়ার সেন্টার/শিশুকক্ষ স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	৩৬৭
১০	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	ঘণ্টা	৩০০	৭৯২
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৫০০	৭৬৬

উৎস: প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, ডাইফ, ২০২০

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৪৪	৭৩৪
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩৫	৭৯২
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	৩৯
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	২১০	৯৯৮৪

এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের পদস্থ কর্মকর্তা, যুগ্ম মহাপরিদর্শকগণ, উপমহাপরিদর্শকগণ, সহকারী মহাপরিদর্শকগণ এবং শ্রম পরিদর্শকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক কাজে নিযুক্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসাইন প্রশিক্ষণে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ

খাত	পরিমাণ (হাজার টাকায়)
কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ রাজস্ব আয়	৫,০৩,৪৯ ৮ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা)

উৎস: হিসাব শাখা, ডাইফ, ২০২০

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষ (১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১) উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এ অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের উপর আলোকচিত্র, বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-এর সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, চাকরির বিধানাবলী, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রায় আড়াই হাজার বইয়ের বিশাল সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে এই বঙ্গবন্ধু কর্ণারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার'-থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **বেগম মন্নুজান সুফিয়ান,** এমপি

মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা

মুজিববর্ষ পালনে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি ক্ষণগণনা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। ১৩ জানুয়ারি ২০২০, সোমবার শ্রম ভবনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি ক্ষণগণনা যন্ত্র উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে (১০ জানুয়ারি) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে যে ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সারাদেশের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ক্ষণগণনা চালু করা হয়।

ক্ষণগণনা ডিভাইস-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনচিত্রের ক্রমধারা ও দুর্লভ ভাষণ সংযোজন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ক্ষণগণনা ডিভাইস চালু করা হয়।

মুজিববর্ষের 'ক্ষণগণনা' যন্ত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **বেগম মন্নুজান সুফিয়ান,** এমপি

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা

প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।	প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	০২-৮৩৯১৭৩২	addig@dife.gov.bd
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	০২-৮৩৯১৬৭৫	pro@dife.gov.bd

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ

আঞ্চলিক কার্যালয়	উপমহাপরিদর্শকের নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	কার্যালয়ের ঠিকানা
ঢাকা	মোঃ মেহেদী হাসান	০১৭১৭৯৫৪৩৭৪	dig.dhaka@dife.gov.bd	পুরাতন শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, (২য়, ৮ম ও ৯ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা-১০০০।
নারায়ণগঞ্জ	সৌমেন বড়ুয়া	০১৯১১৭০৩৫৩০	dig.narayanganj@dife.gov.bd	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
গাজীপুর	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৭১১১৭০০৫৩	dig.gazipur@dife.gov.bd	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
চট্টগ্রাম	মোঃ আল-আমীন	০১৭১৭৭৩৫৪৮৭	dig.chattogram@dife.gov.bd	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
নরসিংদী	মোঃ আতিকুর রহমান	০১৭০০৭৪৪৪৭৯	dig.narsingdi@dife.gov.bd	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
মুন্সীগঞ্জ	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	০১৭১৮২৫৩৪৫৫	dig.munshiganj@dife.gov.bd	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
টাঙ্গাইল	মহর আলী মোল্লা	০১৭১২৪২৮১২৭	dig.tangail@dife.gov.bd	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।
কিশোরগঞ্জ	শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম	০১৯১৩৭৬৯৯১৪	dig.kishoreganj@dife.gov.bd	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।
মৌলভীবাজার	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান	০১৭১৩২০৩০৭০	dig.maulovibazar@dife.gov.bd	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্তর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
ফরিদপুর	আহমেদ বেলাল	০১৯৬২৪০১৮৮০	dig.faridpur@dife.gov.bd	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২নং সড়ক, ফরিদপুর
কুমিল্লা	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ	০১৯১১৩১০৯২৭	dig.cumilla@dife.gov.bd	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ

আঞ্চলিক কার্যালয়	উপমহাপরিদর্শকের নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	কার্যালয়ের ঠিকানা
সিলেট	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	০১৭০৮১১২২১৫	dig.sylhet@dife.gov.bd	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।
ময়মনসিংহ	রাজীব চন্দ্র ঘোষ	০১৬২৯৭৩৮২৫৪	dig.mymensingh@dife.gov.bd	ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।
রংপুর	সোমা রায়	০১৭০৮১১২১৮০	dig.rangpur@dife.gov.bd	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
দিনাজপুর	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬	dig.dinajpur@dife.gov.bd	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
রাজশাহী	মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	০১৫৫৪৩৪৭৭৯৩	dig.rajshahi@dife.gov.bd	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
পাবনা	মোঃ আব্দুল হাই খান	০১৯২০৬৬৭৯৩৩	dig.pabna@dife.gov.bd	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০
বগুড়া	মোঃ ইকবাল হোসাইন খান	০১৭০৮১১২১৮৩	dig.bogura@dife.gov.bd	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।
সিরাজগঞ্জ	বুলবুল আহমেদ	০১৭২৫৯১৪৮৪১	dig.sirajganj@dife.gov.bd	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগাতি, সিরাজগঞ্জ।
কুষ্টিয়া	মোঃ হাসিবুজ্জামান	০১৭১৫৩০০৯৫০	dig.kushtia@dife.gov.bd	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া
যশোর	ইকবাল আহম্মেদ	০১৭১৪২১১১৫৮	dig.jessore@dife.gov.bd	বাড়ী নং-২৩৬, প্লট নং-০৮, সেক্টর-০৯, যশোর হাউজিং এষ্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।
খুলনা	মোঃ আরিফুল ইসলাম	০১৯৮৭৪৪৫১১৬	dig.khulna@dife.gov.bd	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।
বরিশাল	হিমন কুমার সাহা	০১৭১২৯৭৯৬৮২	dig.barishal@dife.gov.bd	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্মকর্তা	০২-৮৩৯১৩৪৮	ig@dife.gov.bd

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ থেকে শ্রমখাতকে রক্ষা করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ১১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে চিকিৎসকবৃন্দ শ্রমিকদেরকে মুঠোফোনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পোস্টার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম স্থানে প্রদর্শণ হয়েছে। অধিকন্তু নতুন করে ১০০০০০ (এক লক্ষ) লিফলেট এবং ১০০০০০ (এক লক্ষ) পোস্টার ৪টি শ্রমঘন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন।
- জেলা কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে কাজ করছেন।
- করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু রয়েছে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফোর্স-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সঙ্গে একাধিক দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- জরুরি পণ্য, পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশ/স্যানিটাইজার ও ঔষধ উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়োজিত কারখানায় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে কারখানা মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- শ্রম অসন্তোষ ও করোনা সংক্রমণ এড়াতে শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের বেতনাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কারখানা মালিকপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ও তদারকি করা হয়েছে।
- শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বেতন প্রদানে ব্যর্থ কারখানাসমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে অবগত করা হয়েছে।
- আইএলও'র সহায়তায় ডাইফ "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রণয়ন করেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- সরকার শিশুশ্রম নিরসনের জন্য 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি -২০১০' প্রণয়ন করেছে। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঝুঁকিপূর্ণ ১১টি সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেক্টরগুলো হলঃ ১) এ্যালুমিনিয়াম, ২) তামাক/বিড়ি, ৩) সাবান, ৪) প্লাস্টিক, ৫) কাঁচ, ৬) পাথর ভাঙ্গা, ৭) স্পিনিং, ৮) সিল্ক, ৯) ট্যানারি, ১০) শীপ ব্রেকিং, ১১) তাঁত। ফলে অর্থবছরের শুরুতে ৩৪১ টি কারখানায় ৯০৩ জন শিশুশ্রম পাওয়া যায়। ১১টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য পরিদর্শকগণ মোট ২৯৯ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করেছেন এবং ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বছর শেষে ১১টি সেক্টরের ২৩৪টি কারখানা থেকে ৩৭৫টি শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ছাড়াও ২টি সেক্টর নির্ধারণ করে প্রতি কার্যালয়ে মোট ৩টি সেক্টরে শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৫টি সেক্টর ও প্রতি কার্যালয়ের ৩টি করে নতুন ১৭টি সেক্টরসহ মোট ২২টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি সেক্টরের ৮২৪ টি কারখানা থেকে ১১৩২ জন শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ৪২ টি মামলা করা হয়েছে। বাকী (২২-০৫) ১৭টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গত অর্থবছরের ১৭টি সেক্টরসহ মোট ২১টি সেক্টর এর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৪টি সেক্টর নির্ধারিত হয়। সেক্টরগুলো হল: ১) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ২) বেকারি, ৩) প্লাস্টিক, ৪) হোটেল। এই চারটি সেক্টর থেকে অর্থবছরের শুরুতে ১৪৯০ টি কারখানায় ২১১০ জন শিশুশ্রম পাওয়া যায়। বছর শেষে ৯৫৪ টি কারখানা থেকে ১১৪২ জন শিশুশ্রম নিরসন করা গেছে। এই অর্থবছরে মোট ১০৬ টি মামলা করা হয়েছে। অদ্যাবধি চিংড়ি ও পোশাক শিল্পসহ ঝুঁকিপূর্ণ ৬ টি সেক্টর: ১। ট্যানারি ২। চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি ৩। শিপ ব্রেকিং ৪। সিল্ক ৫। সিরামিক ৬। কাঁচ থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সকল সেক্টর থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হবে।

রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০ টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

রূপকল্প: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর অধীনে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হওয়া।

লক্ষ্য: টেকসই সংস্কারকাজের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য:

- জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- অ্যাকর্ড/অ্যালায়েন্স-এর হস্তান্তরিত কারখানাসমূহের সংস্কার তদারকি করা
- নতুন কারখানাসমূহের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করা

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা:

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানারসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ: ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত।

জাতীয় উদ্যোগের কারখানারসমূহের অবস্থান চিত্র

জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো:

টেবিল-১: জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	অন্যত্র স্থানান্তর	ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত	অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	৩২৪	৪০	০	৬৪	২২০
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১১৭	৩৪	২	২০	১২৬
গাজীপুর	৩৭২	১০৪	২৫	০	৭২	১৭১
চট্টগ্রাম	১৯৩	৬৩	৪	৯	০৩	১১৪
অন্যান্য জেলা	৩৭	১২	০	১	০৯	১৪
মোট	১৫৪৯	৬২০	১০৩	১২	১৬৮	৬৪৫

এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যালায়েন্স থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েন্সের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েন্সের অবশিষ্ট কারখানা ২৪৭টি। মোট ১১১৩টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের কারখানাসহ সর্বমোট ২৬৬২টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া

আরসিসির **আওতাধীন** কারখানাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ:

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাজনিত ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংস্কারকাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং অনুমোদনের জন্য জমাদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন:

অধিকাংশ কারখানার সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। বিশেষত ভবনের কাঠামোগত, নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিতি কারিগরি মূল্যায়ন (DEA) সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। অত:পর, টাস্কফোর্সের অনুমোদিত ডিজাইন/ড্রইং যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংস্কারকাজ ত্বরান্বিতকরণ:

যদি কোন কারখানা বা ভবনের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হয়, তখন সেই কারখানাসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য Escalation Protocol অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরসিসি'র রিসোর্স

জনবল:

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকির জন্য সর্বমোট ২৩৯ জনবল আরসিসিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে, যার মধ্যে ১৩১ জন প্রকৌশলী। আইএলও আরএমজি প্রকল্প হতে ১৪ জন (৩ জন প্রকৌশলী, ৪ জন কর্মকতা এবং ৭ জন সার্পোটিং স্টাফ), সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩ জন (৪৮ জন প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মরত, ১২জন প্রকৌশলী ডিজাইন টিম এবং রিপোর্ট রিভিউ টিমে কর্মরত), আইএলও'র সহায়তায় ব্যুরো ভেরিটাস হতে রয়েছে ৫৪ জন (যার মধ্যে ৪৭জন প্রকৌশলী এবং ৭ জন কর্মকর্তা) এবং ডাইফ হতে ১০৭ জন (৪ জন জেলা পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শক, ২১ জন প্রকৌশলী ও ৮০ জন কেস হ্যান্ডলার)। এছাড়াও সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আরসিসির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ: আরসিসি প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ডাইফ, বুয়েট, আইএলও, অ্যাকর্ড, ব্যুরো ভেরিটাস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে আসছে।

রিভিউ প্যানেল:

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পর্যালোচনা পরিষদ বা রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা পরিষদে রয়েছে বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

টাস্কফোর্স:

ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স মূলত ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তাজনিত ড্রইং/ডিজাইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যালোচনা করে অনুমোদন করে থাকে। টাস্কফোর্সে রয়েছে ডাইফ, বুয়েট, রাজউক/সিডিএ, সিইআই, ফায়ার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আরসিসি'র অগ্রগতি

কারখানা পরিদর্শন:

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের মধ্যে ১৩৪৬টি কারখানা মোট ৫৬৬৯ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ৬১৭ টি কারখানা তিন বা ততোধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ৮১ ও অ্যালায়েন্স এর ১৩৪৬ টি কারখানার মধ্যে ৯৪ টি কারখানাও পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলোআপ অগ্রগতি:

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০২০ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত অবকাঠামোগত ক্যাপ ২,৮৬২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৯%, বৈদ্যুতিক ক্যাপ ১৭,৮৫৭ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪১% এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাপ ১৩,৫৪২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৮%।

ড্রয়িং-ডিজাইন অগ্রগতি

সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১০২৪ টি ড্রয়িং-ডিজাইন সংগ্রহ/জমা প্রদান করা হয়েছে।

স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স:

কাঠামোগত সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩১৪টি DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৪৪টি কারখানার DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২২৭টি কারখানার DEA/ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৭৪টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১১৯টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৩৯টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৩৬টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৭৪টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৫১টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

আরসিসি-তে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১০২৪ টি ডিজাইন-ড্রইং রিভিউ/পর্যালোচনার জন্য জমা/সংগ্রহ করা হয়েছে। আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক ৩ ক্যাটাগরীতে মোট ৯৫৪টি ডিজাইন-ড্রইং পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭১৭ টি ডিজাইন-ড্রইং সংশোধনের জন্য ফেরৎ দেওয়া হয়েছে এবং ২৩৭ টি ডিজাইন-ড্রইং টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি

জুন, ২০২০ পর্যন্ত সংস্কারকাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৩৭১টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ৬৭টি কারখানা এবং ১১১টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে ১৫টি কারখানার, তন্মধ্যে ১টি কারখানা সকলক্ষেত্রে সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন করেছে। আরসিসি প্রকৌশলীদের

নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কারকাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৬২০টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ১০৪টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সংস্কারকাজের সার্বিক অগ্রগতি (জুন, ২০২০ পর্যন্ত) প্রায় ৪০%। যা শুধুমাত্র জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন চলমান কারখানাসমূহ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আরসিসি এর পরিদর্শন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ৬২০ টি কারখানা বন্ধ হয়েছে বিধায় কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে বিবেচনায় সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৬০% বলা যায়। এছাড়াও, Escalation Protocol-এর আওতায় এপর্যন্ত ২১৫ টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১ টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। পরবর্তীতে ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮১টি কারখানার তালিকা ডাইফের মাধ্যমে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হয়, তন্মধ্যে ৮৪টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ।

আরটিএম: সংস্কারকাজে স্বচ্ছতা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন রিমেডিয়েশন ট্র্যাকিং মডিউল (RTM) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারখানার বর্তমান অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

আরসিসি'র চ্যালেঞ্জ সমূহ

⇒ জাতীয় উদ্যোগের বেশিরভাগ কারখানাই ছোট পরিসরের

⇒ বেশিরভাগ কারখানা ভাড়া বাড়ি বা ভবনে অবস্থিত এবং সাবকন্ট্রাকটে কাজ করছে

⇒ একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান/কারখানা

⇒ আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা ও সংস্কারকাজের প্রতি অনাগ্রহ

⇒ বেশিরভাগ কারখানার বিদেশি ক্রেতা না থাকায় সংস্কার কাজের প্রতি অনীহা

⇒ Escalation Protocol অনুযায়ী কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়

⇒ করোনা মহামারীর কারনে অনেক বিদেশি অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক কারখানার মালিক সংস্কারকাজে আগ্রহী নয়

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

⇒ কারখানা/ভবন মালিক ও তালিকাভুক্ত কনসাল্টিং ফার্মের প্রতিনিধিবৃন্দের সংস্কারকাজে উৎসাহিতকরণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

⇒ COVID-১৯ পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কারকাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

⇒ ভবিষ্যতে Industrial Safety Unit (ISU)-এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে DIFE এর প্রকৌশলীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল
ও
শ্রম আদালত

৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড কাকরাইল, ঢাকা।
www.lat.gov.bd

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। ১০টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ (জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক বিচার করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও সদস্য মহোদয় এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১০ টি শ্রম আদালতের অবস্থান

ক্রমিক	আদালতের নাম	অবস্থান
১.	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩ কাকরাইল, ৪ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, ঢাকা
২.	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৩.	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৪.	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৫.	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম	বাড়ী নং-৮৩/১৬-এ/১ ,পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম
৬.	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম	বাড়ী নং- ৮৩/১৬-এ/১, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম
৭.	শ্রম আদালত, রাজশাহী	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
৮.	শ্রম আদালত, খুলনা	১৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
৯.	শ্রম আদালত, সিলেট	বাড়ি নং-৪০, রোড নং-১৪, ব্লক-বি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট
১০.	শ্রম আদালত, বরিশাল	সিরাজুল ইসলাম মানিক মিয়া রোড (পুরাতন শায়েস্তাবাদ), আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তর, বরিশাল
১১.	শ্রম আদালত, রংপুর	পূর্ব পর্যটন পাড়া, টেক্সটাইল মোড়, পর্যটন রোড নং-২, হোল্ডিং নং-৪, ওয়ার্ড নং-১৮, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৭,০০৬টি ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৫,০৫০ টি। এছাড়া কুমিল্লা, গাজীপুর নারায়নগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় আরও ৪টি শ্রম আদালত গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা) সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, মালিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য শ্রমিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দুইজন সদস্য অর্থাৎ মোট ছয় জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়।

সাধারনত ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুনঃর্নিধারণ করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শিল্প সেক্টরের নাম	সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ও পুনঃর্নিধারণের বছর	নিকটতম পূর্ববর্তী নিম্নতম মজুরি ও পুনঃর্নিধারণের বছর	মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার
১।	প্লাস্টিক শিল্প	৫০০০ (২০২০)	৩৫০০(২০১২)	৪২.৮৫%
২।	রি-রোলিং মিলস	৫৯০০(২০২০)	২৬০০(২০১১)	১২৬.৯২%
৩।	চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা	৩৯৫০ (২০২০)	২৭৩১ (২০১৩)	৩০.৮৬%
৪।	ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন	৬৫০০ (২০২০)	৪০০০ (২০১০)	৬২.৫০%
৫।	রাইস মিলস	৪৬৫০ (২০২০)	৩৩০০ (২০১২)	৪০.৯০%

"সিকিউরিটি সার্ভিস" শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত বোরড সভা (০১/১০/২০২০)।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.blwf.gov.bd

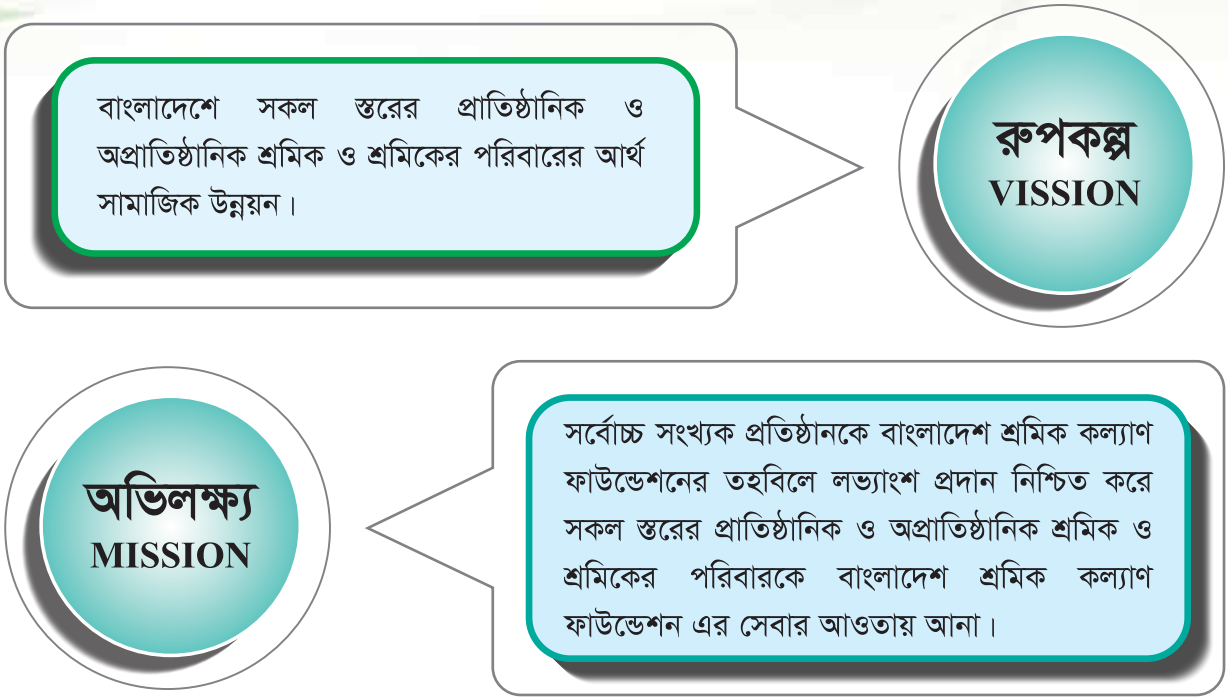

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

রুপকল্প
VISSION

অভিলক্ষ্য
MISSION

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মাণ শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম অধিদপ্তরের এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্দ্ধ পদমর্যাদার পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

➲ ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ➢ শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
- ➢ অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- ➢ অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- ➢ দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
- ➢ শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
- ➢ শ্রমিকদের জীবনবীমা করণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
- ➢ তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
- ➢ শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

➲ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- ➢ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.blwf.gov.bd) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে সাধারণ শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারবে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারবে;
- ➢ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অডিট ফার্মকে সম্প্রতি নির্বাচন করা হয়েছে;
- ➢ শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মোট ১২ (বার) জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ➢ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি লোগো ও স্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বিশেষত্বকে তুলে ধরছে।
- ➢ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের অনুদান শিউরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের তহবিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪ (খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে।

➲ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ:

শিক্ষা খাত

- ➢ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি
- ➢ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে ২,০০,০০০ টাকা

- মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য ২৫,০০০ টাকা
- জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০,০০০ টাকা
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ২৫,০০০ টাকা
- শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সহায়তা ১,০০,০০০ টাকা

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি/যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ/চিকিৎসা সাহায্য/দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান/দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ এসব খাতে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান পাওয়ার জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশসহ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। এছাড়া শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা) উল্লেখ থাকতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিম্নে প্রদান করা হল:

- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান**

অর্থ বছর	মৃত/টাকা	চিকিৎসা/টাকা	শিক্ষা/টাকা	মোট
২০১৯	১০৩ জন	৩২১৩ জন	২১৮ জন	৩৫৩৪ জন
২০২০	৩২,৬০,০০০/-	১০,৭৯,২৫,০০০/-	৭৪,১৫,০০০/-	১১,৮৬,০০,০০০/-

- শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আরও দ্রুততার সাথে সহজলভ্য উপায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য শিওরক্যাশ ই-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাথে রূপালী ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ই-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর রঙ্গিন লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ এবং টেলিভিশন কমার্শিয়াল প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জনগণকে অবগত করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.centralfund.gov.bd

রুপকল্প
VISSION

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য
MISSION

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবার আওতায় আনা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

- শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- শ্রমিকের স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা;
- শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের লেখাপড়ায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখা।
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

কেন্দ্রীয় তহবিলের পরিচিতি

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'কেন্দ্রীয় তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ডের গঠন

বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ২১৮ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত:

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/সংগঠন	পদবী
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	চেয়ারম্যান
২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪	রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার তিনজন সদস্য	সদস্য
৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের তিনজন সদস্য	সদস্য
৬	কেন্দ্রীয় তহবিল-এর মহাপরিচালক	সদস্য-সচিব

৩ তহবিলের অর্থের উৎস

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের উৎস সমূহ নিম্নরূপ–

- শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%;
- ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
- দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং
- তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা।

➲ ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অর্থের ব্যবহার

‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অধীন (১) ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং (২)‘আপদকালীন হিসাব’ নামে ২টি হিসাব রয়েছে। ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘আপদকালীন হিসাব’-এ জমা হবে।

‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ হতে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ-

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;
- কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে তিনি বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;
- কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তার কোন অঙ্গহানি ঘটলে স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান; এবং
- এছাড়া, অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, (সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসেবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।)

শতভাগ রপ্তানিমূখী বিভিন্ন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তহবিলে অর্থ প্রাপ্তি

অর্থ বছর	অর্থ প্রাপ্তি
২০১৬-২০১৭	৪৫,৯১,৩৯,৮৫৮/-
২০১৭-২০১৮	৫৭,৩০,৭২,৩৩৬/-
২০১৮-২০১৯	৬৫,০৬,৪২,১৮৫/-
২০১৯-২০২০	৫৫,৮৩,৮৫,২২১/-
সর্বমোট অর্থ প্রাপ্তি	**২২৪,১২,৩৯,৬০০/-**

কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থ বছর ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ২২৪,১২,৩৯,৬০০/- (দুইশত চব্বিশ কোটি বার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত টাকা) এবং মোট অর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৮৩,০০,৭১,৯৭২/- (তিরাশি কোটি একাত্তর হাজার নয়শত বাহাত্তর টাকা)

২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

অর্থ প্রাপ্তি		আর্থিক সহায়তা প্রদান			
৫৫,৮৩,৮৫,২২১/- (পঞ্চান্ন কোটি তিরাশি লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত একুশ টাকা)		বিজিএমইএ		বিকেএমইএ	
		জন	টাকা	জন	টাকা
	মৃত্যুজনিত কারনে আর্থিক সহায়তা	৮০৫ জন	১৬,১০,০০,০০০/=	২৭১ জন	৫,৪২,০০,০০০/=
	চিকিৎসা সহায়তা	৩৭৫ জন	৯২,৯০,০০০/-	১১৩ জন	৩২,১০,০০০/=
	শিক্ষা বৃত্তি	৩৩১ জন	৬৬,২০,০০০/=	৩২ জন	৬,৪০,০০০/=
বন্ধ গার্মেন্টস শ্রমিকের বকেয়া মজুরি পরিশোধ (স্টার গার্মেন্টস লিঃ) ২৬,০০,০০০/= টাকা, (ডিজাইন ডেসটিনেশন লিঃ) ৫১,৬৫,৩৩৩/= টাকা, (স্যার ডেনিম লিঃ) ৪২,০০,০০০/= টাকা। (৩টি)		মোট- ১৫১১	মোট- ১৭,৬৯,১০,০০০/=	মোট- ৪১৬	মোট- ৫,৮০,৫০,০০০/=
		মোট = ২৪,৬৯,২৫,৩৩৩/= (চব্বিশ কোটি ঊনসত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ টাকা)			

বিজিএমইএ-এর পি.আর.ও কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক স্টান্ডার্ড গ্রুপের শ্রমিকের চিকিৎসা সহায়তার জন্য স্টান্ডার্ড গ্রুপের এম.ডি ইঞ্জিঃ মোশারাফ হোসেন-এর কাছে চেক হস্তান্তর করেন।